রাঁচি, বৃহস্পতিবার
02:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>029 >>15 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২৯ >> << ১৫ই, কার্তিক ১৪৩০>>

গুগল ম্যাপে 'ভারত' সার্চ দিলে দেখাচ্ছে দেশের মানচিত্র

নয়া দিল্লি ঃ 'ইন্ডিয়া' নাকি 'ভারত', দেশের নাম কী হবে তা নিয়ে বেশ দিন ধরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। দেশে বিজেপি বিরোধী ২৯ দলের জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' রাখার পর, কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি সরকারিভাবে দেশের নাম 'ভারত' করার চেষ্টা শুরু করেছে। শাসক দলের পক্ষ থেকে একাধিক ক্ষেত্রে দেশের নামের জায়গায় 'ইন্ডিয়া' মুছে 'ভারত' করা হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইন্ডিয়া' থেকে 'ভারত' করা হয়নি এখনও। এই পরিস্থিতিতে এবার গুগল ম্যাপে 'ভারত' সার্চ করলে পাওয়া যাচ্ছে দেশের মানচিত্র। দেশের পতাকার 'ডিজিটাল কোড' সহ তা ফুটে উঠছে মোবাইল স্ক্রিনে।

আগে গুগল ম্যাপে 'ইন্ডিয়া' লেখা হলে দেখা যেত দেশের মানচিত্র। আর এখন গুগল ম্যাপে 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া' যাই লেখা হোক না কেন সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় মানচিত্র। অর্থাৎ গুগল ম্যাপ 'ইন্ডিয়া' ও 'ভারত' উভয়কেই দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। হিন্দিতে 'ভারত' লেখা হোক, বা ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়া', একই মানচিত্র দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপ।

শুধুমাত্র গুগল ম্যাপে নয়, প্রযুক্তি সংস্থার অন্য প্ল্যাটফর্মেও যদি 'ইন্ডিয়া' এবং 'ভারত' লেখা হয়, তাহলেও ফলাফলগুলি ঠিক একইরকম হবে। কোনও ব্যবহারকারী যদি গুগল সার্চ, গুগল ট্রান্সলেটর, গুগল নিউজের মতো অ্যাপে ইন্ডিয়া বা ভারত লেখেন, সেখানেও একই ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে হিন্দিতে 'ইন্ডিয়া'র অনুবাদ করতে দিলে, গুগল তা হিন্দুস্তান এবং ভারতবর্ষ বলে দেখাচ্ছে। তবে এব্যাপারে গুগলের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকার এখন ধীরে ধীরে সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া'র বদলে 'ভারত' ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রেল মন্ত্রকের তরফে 'ইন্ডিয়া' বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরই সঙ্গে রেলের সমস্ত রকম কাজের ক্ষেত্রে ভারত ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। সেপ্টেম্বরে দেশে অনুষ্ঠিত হওয়া জি২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেমপ্লেটে ইন্ডিয়ার বদলে 'ভারত' ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রপতি তার আমন্ত্রণপত্রেও 'ভারত' নামটিই ব্যবহার করেন।

ইরাক এবং সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকে লক্ষ্য করে ২৪টি হামলা

তেহরান ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন ইরাক এবং সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কমপক্ষে ২৪ বার ড্রোন বা রকেট হামলার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে সোমবার অন্তত তিনটি হামলা হয়েছে। শুক্রবার ভোরে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর এবং সহযোগী গোষ্ঠীগুলো দ্বারা ব্যবহৃত পূর্ব সিরিয়ার দুটি স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী আঘাত হানার পর এই হামলার মধ্যে অন্তত পাঁচটি ঘটে। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের মতে, শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা হামলার পর থেকে চালানো কোনো হামলায় প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সোমবারের সর্বসাম্প্রতিক হামলায় পশ্চিম ইরাকের আল আসাদ বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে একাধিক রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে একথা জানিয়েছেন। সিরিয়ার গ্রিন ভিলেজ এবং মিশন সাপোর্ট সাইট ইউফ্রেটিসে আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে রকেট হামলা চালানো হয়েছিল। পেন্টাগন প্রেস সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর ওপর প্রায় প্রতিদিনের হামলার জন্য ইরান সমর্থিত প্রক্সিদের দায়ী করেছেন। সোমবার সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিল, সাম্প্রতিক হামলাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধ কাজ করছে না এমন কিছুর চিহ্ন কিনা। উত্তরে একজন উর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ইরানের উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা। আমি যা দেখি তা হলো আমরা এখনো সেখানেই আছি।

সামরিক সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য আনুমানিক আরও ৯০০ সেনা হয় মোতায়েন করা হয়েছে বা যুক্তরাষ্ট্র থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এই মাসের শুরুতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অস্টিন ২০০০-এর বেশি সেনা কর্মীকে উচ্চতর সতর্কতার প্রেক্ষাপটে মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়ার পর এই পদক্ষেপগুলো আসে।

হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী

গাজা ঃ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইউএন এজেন্সি ফর প্যালেস্টিনিয়ান রিফিউজিস বলেছে, গাজায় নাগরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তারা বোমা হামলাকে সম্মিলিত শাস্তি হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে। গাজায় আক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসরাইল সেখানে একদিনে ৬০০টি টার্গেটে আঘাত করেছে। ইসরাইল সিরিয়া এবং লেবাননেও টার্গেটে আঘাত হেনেছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হামাসের হাতে বন্দি থাকা এক ইসরাইলি সেনাকে সোমবার গাজায় সামরিক অভিযানের সময় মুক্ত করা হয়েছে। হামাস তিনজন জিম্মির ভিডিও প্রকাশ করেছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে 'নিষ্ঠুর মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণা' বলে অভিহিত করেছেন।৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাস জঙ্গিদের হামলার পর থেকে গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলার ফলে জনাকীর্ণ ফিলিস্তিনি ছিটমহলে মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। সোমবার হামাস পরিচালিত ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বিমান হামলায় ৮,৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু।

বাজার দর
SENSEX : 63591.33 -283.60
NIFTY : 18901.95 -67.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.09 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.54 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় 'আসন্ন জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়' সম্পর্কে সতর্ক করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

গাজা ঃ গাজায় জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় আসন্ন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অতিরিক্ত ভিড়, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং জল ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর ক্ষতির কারণে এই ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডমায়ার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইসরাইলি বোমা বর্ষণের সঙ্গে বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর সরাসরি সম্পর্ক নেই। লিন্ডমিয়ার সাংবাদিকদের বলেন, এটি একটি আসন্ন জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় যা ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, অতিরিক্ত ভিড়, জল ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর ক্ষতির সাথে জড়িত। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ১,৪০০ মানুষ নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি জিম্মি হওয়ার পর থেকে হামাস পরিচালিত ছিটমহলটিতে ইসরাইল বিমান হামলা শুরু করে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত ৮,৩০০র বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী গত সপ্তাহে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে। বোমা হামলা ছাড়া অন্য কোনো জটিলতায় মানুষ মারা যাচ্ছে কি না জানতে চাইলে লিন্ডমায়ার বলেন, অবশ্যই যাচ্ছে। লবণাক্ত জল পানে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিহাইড্রেশনের কারণে শিশু মৃত্যু, বিশেষ করে ডিহাইড্রেশনের কারণে নবজাত শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি বলেন, গাজায় প্রায় ৯৪০টি শিশু নিখোঁজ রয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক দপ্তর মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানায়, অজ্ঞাত কারণে গত ৩০ অক্টোবর গাজার দক্ষিণাঞ্চলে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

গাজায় হামাস জঙ্গিদের সঙ্গে ইসরাইলি বাহিনীর তুমুল লড়াই

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরাইলি সামরিক বাহিনী ও শিন বেত অন্যতম এক হামাস কমান্ডার যে ৭ অক্টোবরের হামলার পরিকল্পনাকারী তাকে এক বিমান আক্রমণে হত্যা করা হয়েছে।

আইডিএফ বলছে লড়াকু বাহিনী গত ২৪ ঘঃটায় প্রায় ৩০০টি লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হেনেছে।

গাজায় অস্ত্রবিরতি ঘোষণার আহ্বান প্রত্যাখান করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতেনিয়াহু জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি সহায়তা সংস্থার প্রধান বলছেন গাজায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।'

বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা, ইউক্রেন ও ইসরাইলকে জরুরি সহায়তা বাবদ ১০ হাজার ৬০০ কোটি ডলার প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনুরোধের সমর্থনে মঙ্গলবার সেনেট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবেন।

ইসরাইল বলছে তাদের বাহিনী হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং মঙ্গলবার গাজার উত্তরাঞ্চলে তাদের সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্কের উপর আক্রমণ করেছে। এ দিকে শরনার্থী শিবিরের কাছে আক্রমণে মঙ্গলবার বহু লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হামাস শাসিত ফিলিস্তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে গাজার উত্তরাঞ্চলে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের কাছে ইসরাইলি বিমান হামলা আঘাত হানে । তাতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হন। ইসরাইল এই আক্রমণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি। বর্তমান লড়াই শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতেনিয়াহু অস্ত্র বিরতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে করা আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।

ইসরাইল বলছে, তারা ৭ অক্টোবরে দক্ষিণ ইসরাইলের ভয়াবহ হামলার পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম এক হামাস কমান্ডারকে হত্যা করেছে।

ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী শিন বেট আজ মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাসিম আবু আজিনা এক বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আবু আজিনা ছিলেন হামাসের উত্তরাঞ্চলীয় ব্রিগেডের বেইত লাহিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার। তিনি হামাসের দুঃসাহসিক অভিযানে মনুষ্যবিহীন উড়ন্ত পরিবহন ও প্যারাগ্লাইডার বাহিনী তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তাকে হত্যা করায় হামাস যোদ্ধাদের আইডিএফের স্থল কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। আইডিএফ জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় তাদের স্থল ও বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে প্রায় ৩০০ লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে আছে ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও ভূগর্ভস্থ রকেট লঞ্চ পোস্ট এবং হামাসের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত সামরিক কমপাউন্ড। সামরিক বাহিনী বলছে, হামাসের যোদ্ধারা এই অভিযানের সময় নিহত হয়েছেন।

গাজায় হামাসের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথের বড় আকারের নেটওয়ার্ক রয়েছে। ধারণা করা হয়, এখানে অস্ত্র, খাবার ও অন্যান্য উপকরণ জমা রাখা হয়।

ইসরাইলি সেনা ও ট্যাংকগুলো উত্তর গাজায় ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা গাজায় সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।

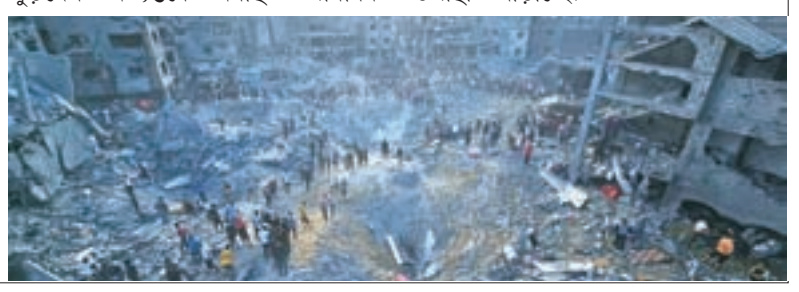

বহিষ্কার পাকিস্তানের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের জন্য দায়ী বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছে তারা

পাকিস্তান থেকে আফগানদের ফেরত যাবার সময়সীমার শেষ দিনে গণ প্রস্থান

পাকিস্তান কয়েক দশক ধরে সংঘাত ও নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে দেশে আশ্রয় দিয়েছে। যা কিনা দেশটিকে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী জনগোষ্ঠীর অন্যতম আশ্রয়দাতা করে তুলেছে।

নওশেরা ঃ হাজার হাজার আফগান অভিবাসী ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহনে করে মঙ্গলবার সীমান্তে ছুটে যান। বৈধতাহীন সমস্ত বিদেশীর স্বেচ্ছায় পাকিস্তান ত্যাগ করার বা গ্রেপ্তার ও জোরপূর্বক বহিষ্কারের মুখোমুখি হওয়ার সরকারী সময়সীমার শেষ দিনে এই গণ প্রস্থানের ঘটনা ঘটে।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশের তোরখাম ও চমন সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে শরণার্থী পরিবারগুলো আফগানিস্তানে ফিরে যাচ্ছে। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশই আফগান শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে আশ্রয় দেয়। পাকিস্তানে প্রাণঘাতী জঙ্গি হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলার নাটকীয় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দুই মাস আগে দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয় কর্তৃপক্ষ। চলমান দমন পীড়নের মধ্যে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি গত ৩ অক্টোবর ঘোষণা করেন, অবৈধ সব অভিবাসীকে ১ নভেম্বরের মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে অথবা বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে হবে। সে সময় তিনি জানান, আনুমানিক ১৭ লক্ষ আফগান দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। বুগতি সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, গত দুই মাসে দুই লাখেরও বেশি অভিবাসী পাকিস্তান ছেড়ে আফগানিস্তানে ফিরে গেছে। তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি সময়সীমা অতিক্রম করে এ দেশে অবস্থান করবেন তাদের কে আটক করা হবে এবং নিকটবর্তী আফগান সীমান্ত ক্রসিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রত্যাবাসনের আগে তাদের নির্ধারিত হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হবে।

আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালিবান পাকিস্তানকে তাদের বহিষ্কার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা এটিকে অমানবিক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছে। আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের জন্য দায়ী বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছে তারা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মঙ্গলবার বলেছে, পাকিস্তান সরকার অবৈধ আফগান শরণার্থীদের আফগানিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য হুমকি, অপব্যবহার এবং আটকের ব্যবহার করছে।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বহিষ্কার পরিকল্পনা স্থগিত করার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় এখন লাটাগুড়ির ফ্যামিলি প্যাক চমচম

জলপাইগুড়ি ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা গরুমারা জাতীয় উদ্যান। যেখানে সব সময় লেগে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। আর সেখানেই পর্যটক কেন্দ্রিক এক বাজার হয়ে গড়ে উঠেছে । শুধু পর্যটক নয় সেখানে চলে গ্রামীণ বাজার। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিভিন্ন রকমারি খাবার তৈরি করেন ব্যবসায়ীরা। এবার পর্যটকদের আকর্ষণ টানতে লাটাগুড়ির এক প্রসিদ্ধ মিষ্টি ব্যবসায়ী নতুন ভাবনার প্রয়োগে ঘটিয়েছেন। পরিবারে সকলে মিলে একটি চমচম ভাগ করে খেতে পারেন। একটি দিয়েই পুরো পরিবার খেতে পারবেন। অভিনব এই চমচমের নাম দিয়েছেন ফ্যামিলি প্যাক চমচম। যার দাম ২০০ টাকা। যা পর্যটকদের অনেকটাই পছন্দের বলে জানিয়েছেন মিষ্টি ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, পর্যটকদের জন্য নিত্য নতুন আইটেম তৈরি করি। আমাদের ফ্যামিলি প্যাক চমচম খুবই জনপ্রিয়। পর্যটকরা এটা পছন্দ করেছেন। সেই মিষ্টির দোকানে শুধু ফ্যামিলি প্যাক চমচম নয়। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের ল্যাংচা, রকমারি মিষ্টি, দই, রসমালাই সহ প্রায় অনেক ধরনের মিষ্টির আইটেম রয়েছে। তা খেয়ে পর্যটকরাও বেশ আপ্লুত। এই বিষয়ে এক পর্যটক তন্ময় মিত্র বলেন, গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে এসেছি পরিবার নিয়ে। খুব সুন্দর পরিবেশ এখানে। এই মিষ্টির দোকানে বেশ অনেক কয়েক ধরনের মিষ্টি রয়েছে। আমার ক্ষির দই, মিষ্টি দই, চমচম আমার খুবই ভালো লেগেছে।

বিহারে দুর্ঘটনাগ্রস্থ নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের নিরাপদে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছালো বিহারের বক্সারের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই সমস্ত যাত্রীদের বিশেষ ট্রেনে করে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গতকাল দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেন রেল যাত্রীরা। একাধিক যাত্রী জানান, গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। আচমকাই বিকট শব্দ হয় ও ট্রেনের বেশ কিছু কামরা পাল্টি খেয়ে যায়। একাধিক কামরায় আগুন ধরে যায়। কোনোভাবে প্রাণে বাঁচেন তারা। চোখের সামনে অনেক যাত্রীদের আহত হতে দেখেন তারা। সেই ট্রেনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও যাত্রা করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। তবে তারা জানিয়েছেন রেলওয়ের তরফ থেকে তাদের সমস্ত ধরণের সহযোগিতা করা হয়। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে যে সমস্ত যাত্রীরা নেমেছেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে রেল কর্তৃপক্ষ। একই সাথে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে সমস্ত যাত্রীদের সন্ধের আহার, পানীয় জল সহ প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়। জানা যায় এদিন প্রায় ২৬৩ জন যাত্রী এই বিশেষ ট্রেনের ছিলেন।

৩৬৩ বছরের পুরনো আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন বনেদি গাঙ্গুলি বাড়ির পুজো

আলিপুরদুয়ার ঃ ৩৬৩ বছরের পুরনো গাঙ্গুলি বাড়ির পুজো।আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজো এটি।তবে এই পুজো শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ফরিদপুরের।

।বাংলাদেশের থেকে আনা প্রতিমার কাঠামোতে তৈরি হয় এখনও প্রতিমা।বংশ পরম্পরায় কুমোরেরা তৈরি করে আসছেন দুর্গা প্রতিমা।১৯১১ সালে আলিপুরদুয়ারে চলে আসে গাঙ্গুলি পরিবার।তখন থেকে এখানেই হয়ে আসছে পুজোর আয়োজন।প্রথম পুজো শুরু হয়েছিল ১৬৬০ সালে ফরিদপুরেই।উমাচরণ গাঙ্গুলি শুরু করেছিলেন পুজো।তারপর আলিপুরদুয়ারে দিলীপ গাঙ্গুলি শুরু করেছিলেন পুজো।বর্তমানে সৌরভ গাঙ্গুলি পুজোর দায়িত্ব নিয়েছেন।এই পুজোয় দেখা যায় বিশেষ নিয়ম কার্তিক ও সরস্বতী থাকে দেবীর ডানদিকে।লক্ষ্মী ও গণেশ থাকে বা দিকে।এছাড়াও নবমীতে চালবাটা দিয়ে মানুষ তৈরি করে দেওয়া হয় শত্রু বলি। পুজোর অন্যতম আয়োজক চন্দনা গাঙ্গুলি জানান,পুজোয় প্রতিদিন খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়।থাকে পায়েস,লুচি।এছাড়াও মাছের একটি পদ দেবীর ভোগে দেওয়া হবেই।পুজো শুরু হয় প্রথমা থেকেই।বিদেশের পরিজনেরা চলে আসেন পঞ্চমীতে।ঐতিহ্য বজায় রেখেই করা হয় পুজো।

আড়াই বছর বয়সে এক শিশুর সঙ্গে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ একের পর এক শিশু কন্যাদের উপরে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ঘোষপুকুর এলাকায় এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এক ব্যক্তিকে।আবারো পুনরাবৃদ্ধি শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত কালারাম জোত এলাকায়। আড়াই বছর বয়সে এক শিশুর সঙ্গে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে । ঘটনার জেরে ফাঁসি দেওয়ার কালারাম জোতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ।স্থানীয় বাসিন্দারা পাকড়াও করে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তুলে দেয়।গতকাল স্থানীয় বাসিন্দারা একটি ঘর থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। এরপরে ওই ঘরে উঁকি দিয়ে তারা দেখেন ওই বৃদ্ধ শিশুটির সঙ্গে দুষকর্ম করার চেষ্টা করছিল। এরপরে এই বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রচুর মানুষ জড়ো হন ।

ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়া আক্রান্ত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার। লাঠিসোটা এবং হাসোয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার

মালদা ঃ ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়া আক্রান্ত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার। লাঠিসোটা এবং হাসোয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ। বুধবার গভীর রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মোথাবাড়ি থানার গাজিয়া ডাপ এলাকায়। জানা গেছে আক্রান্ত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর নাম এম ডি সালাম আলী এবং দেবাশীষ কর্মকার। জানাযায় এই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার মোথাবাড়ি থানায় কর্মরত। গতকাল রাত আটটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত তাদের ডিউটি ছিল গাজিয়া ডাপ এলাকায়। অভিযোগ ডিউটির করার সময় পায়ে হেঁটে চার দুস্কৃতী মুখ কাপড়ে বেঁধে তাদের কাছে এসে বাইক এবং মোবাইল ফোন চিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেওয়ায় দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । এরপর কোনমতে সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে প্রাণ বাঁচে ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার। এরপর মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছে ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গভীর রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে আক্রান্ত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশ।

জলপাইগুড়ির শিকারপুরের দেবী চৌধরানী মন্দিরকে আরও সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নিলো রাজ্য সরকার

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির শিকারপুরের দেবী চৌধরানী মন্দিরকে আরও সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নিলো রাজ্য সরকার।বৃহস্পতিবার মন্দিরে সৌন্দর্যায়নের শিলান্যাস করে এই কথা জানান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।এদিনের এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাল মহুকুমা শাসক তথা গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার পীযুষ শালৌকে, রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ বিডিও পঙ্কজ কোনার, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার সহ অন্যান্য প্রশাসনের আধিকারিকরা।২০১৮ সালে এক রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে শিকারপুরের এই ভবানী পাঠক - দেবী চৌধরানীর মন্দিরটি পুড়ে গিয়েছিল।এরপর রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় গত বছরের প্রথম দিকে বিগ্রহ সহ নব নির্মিত এই মন্দিরের উদ্বোধন হয়। এরপর থেকে প্রতিনিয়ত চলে পুজা - অর্চনা। তবে মন্দীরের সীমানা প্রাচীর ছিল না, ছিল না পর্যটকদের জন্য বসার ব্যবস্থাও। ফলে মন্দিরে পর্যটকদের জন্য বসার এবং পানীয় জলের দাবী উঠেছিল।অবশেষে সেই দাবীকে মান্যতা দিল রাজ্য সরকার।এদিন রাজগঞ্জ বিধায়ক তথা গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় জানান, রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের থেকে মোট ৯১ লাক ৭ হাজার ৪৩৯ টাকায় দেবী চৌধুরানী মন্দির সৌন্দর্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বেলাকোবার রাস্তা থেকে মন্দিরে প্রবেশের পথে দুটি সিংহ দুয়ার, মন্দিরের সীমানা প্রাচীর, দুর্গা মন্ডপ যেটি আগুনে পুরে গিয়েছিল এছাড়াও পর্যটকদের জন্য বসার এবং সৌর আলোর ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন পর্যটক থেকে বেলাকোবাবাসীরা।

১০৫টি চোরাই মোবাইল ফিরিয়ে দিল মালদা জেলা পুলিশ

মালদাঃ পুজোর আগে ১০৫টি চোরাই মোবাইল ফিরিয়ে দিল মালদা জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার জানান, বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ট্রেস করে উদ্ধার করা হয়। আজ এমনই ১০৫টি মোবাইল প্রকৃত ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বস্তিবাসীর স্বার্থে নির্মিত হল কমিউনিটি হল। উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ড। বাগরাকোট সংলগ্ন এই ওয়ার্ডটি অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর নিচে। উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ ভোট দিয়ে বিগত সময় জিতিয়েছিল বর্তমান তৃণমূলের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে। তিনি বস্তিবাসী স্বার্থে একাধিক কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কিছু কাজ বাস্তবায়িত করেন। তবে ওই ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন কলোনির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি কমিউনিটি হল। পরবর্তীতে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন তৃণমূলের অভয়া বোস। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন এই ভবনটি নির্মাণের। বৃহস্পতিবার সেই কমিউনিটি ভবনের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি রঞ্জন সরকার ও ওয়ার্ড কাউন্সিল অভয়া বোস। মেয়র জানান,,, ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। আরো বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে যা দ্রুত শেষ করা হবে।

সিকিমের বন্যা কবলিত এবং তার আশপাশের এলাকায় দুর্গত অসহায় পরিবারদের জন্য ত্রাণ সামগ্রিক নিয়ে রওনা দিল CII

শিলিগুড়ি ঃ সিকিমের বন্যা কবলিত এবং তার আশপাশের এলাকায় দুর্গত অসহায় পরিবারদের জন্য CII (নর্থ বেঙ্গল জোন) এর সদস্যদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এসএফ রোডের জাজোদিয়া ভবন (প্যারামাউন্ট হসপিটাল এর উল্টোদিকে) থেকে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কিট ত্রাণ সামগ্রিক নিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিল একটি গাড়ি। যার মধ্যে রয়েছে দুধ, বিস্কুট, ডেন্টাল কিট, জলের প্যাকেট, ত্রিপল, ন্যাপকিন ইত্যাদি।

হাওড়া থেকে সিকিমগামী শ্রমিক ট্রেনে দুর্ঘটনা, আহত ৭ জন

শিলিগুড়ি ঃ সিকিমের যোদ্ধা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। এই ঘটনায় আহত সাতজন। যার মধ্যে গুরুতর আহত তিনজন। আহত সকলকেই কালিংপং জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।জানা গেছে দূর্গা পুজোর আগে লাইটিং এর সামগ্রী নিয়ে সিকিমের যাচ্ছিল হাওড়া থেকে আসা শ্রমিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরপরে গাড়িটি ৪ মাইলের কাছে পৌঁছায় সেই গাড়িটির ব্রেক ফেল হলে দুর্ঘটনার কবলে পরে।

পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনের অভিযোগ স্ত্রী এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনের অভিযোগ। অভিযোগ স্ত্রী এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃতের পরিবারের লোকের অভিযোগ মারধর করে সুচ দিয়ে চোখ ফুটো করে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আটক অভিযুক্ত স্ত্রী। পলাতক প্রেমিক। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ সোবার ঘরের বাইরে ঝুলন্ত দেহ নজরে আসতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদহের চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের শংকরকলা গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম নারায়ন দাস(৩৫), পেশায় ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। পরিবারের লোকের অভিযোগ, নারায়ণের স্ত্রী পবিত্রা দাস দীর্ঘদিন ধরে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল।প্রায় এই নিয়ে অশান্তি লেগে থাকত স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে।বুধবার নারায়ন তার বোনকে নিয়ে মালদায় ডাক্তার দেখাতে যায়। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে।রাত্রে সাবিত্রীর প্রেমিক তার ঘরে এসেছিল। সেই সময় নারায়ণের নজরে এলে তাকে মেরে সুচ দিয়ে চোখ ফুটো করে বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সকালবেলা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নারায়ণের ঝুলন্ত দেহ নজরে আসতেই তার স্ত্রী কে পরিবারের লোকেরা ধরে ফেলে। যদিও প্রেমিক যুবকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। পরিবারের লোকের দাবি নারায়ণের স্ত্রী এবং প্রেমিক তাকে খুন করেছে। সেটাকে আত্মহত্যা প্রমাণের জন্য ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নারায়ন আত্মহত্যা করার মত ছেলে নয়। আর শরীরে এবং চোখে একাধিক ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে পরিবারের লোকেরা।

শাকপাতা তুলতে গিয়ে খালে ডুবে দুই কিশোরীর মৃত্যু

মালদা ঃ শাকপাতা তুলতে গিয়েছিল প্রতিবেশী দুই কিশোরী ফেরার পথে খালের জলে ডুবে মৃত্যু হল তাদের। মালদহের চাঁচলের জালালপুরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই ঘটনাকে ঘিরে পরিবারের পাশাপাশি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ জানায়, মৃত লুসি খাতুন ও অসীমা খাতুন সমবয়সী। দুজনের বয়স ১৩ বছর। একই স্কুলে তারা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। বাড়িও পাশাপাশি। এদিন শাক তুলে ফেরার সময় খালের গর্তে পড়ে যায় অসীমা। তাকে হাবুডুবু খেতে দেখে বাঁচানোর চেষ্টা করে লুসি। কিন্তু একসময় তলিয়ে যায় লুসিও। পরে তাদের দেহ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা। তাদের উদ্ধার করে মালতিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসক তাদের আগেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়ে দেন। লুসির বাবা হাসিবুর রহমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অসীমার বাবা জালালুদ্দিন শেখ দিনমজুর। মেয়ের এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে দুটি পরিবারই ভেঙে পড়েছে।

চিট ফান্ড আমানতকারীদের টাকা ফেরত, ঘর ছাড়া এজেন্টদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশনের

কৃষ্ণনগর ঃ চিট ফান্ড আমানতকারীদের টাকা ফেরত, ঘর ছাড়া এজেন্টদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশনের। এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরবর্তীকালে জেলা শাসকের কাছে একটি ছয় দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন তারা। এদিন গোটা রাজ্যজুড়ে ই বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের মূলত দাবী, যে সমস্ত চিটফান্ড কোম্পানির এজেন্টরা কাজ করতেন এখন বর্তমানে হাজার হাজার এজেন্ট ঘর ছাড়া রয়েছে। পাশাপাশি অনেক আমানতকারী রয়েছে যারা এখনো চিট ফান্ডের টাকা ফেরত পায়নি। মূলত আমানতকারীদের টাকা ফেরত সহ ছয় দফা দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন জমা দেন তারা। তাদের দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বড় আন্দোলনের নামে হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

ঘুর পথে গ্যাংটক যেতে সময় লাগছে প্রচুর, রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে

সিকিম ঃ সমতল থেকে সিকিম যাওয়ার লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে সেই সড়ক পুরোপুরি বিপর্যস্ত, হড়কা বান, মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি, লোনাক লেকের জলস্ফীতি, পুরোপুরি বিপর্যস্ত সিকিম যাওয়ার দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। মেরামতির কাজ চলছে, তবে এই সড়ক কবে আবার ঠিক হবে? সেই বিষয়ে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। সিকিম পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তা হল এই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল, বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমতল থেকে সিকিমে চলাচল প্রায় বন্ধ। সিকিম যাওয়ার ক্ষেত্রে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কই ভরসা। সোজা পথে বর্তমানে সিকিম যাওয়া বন্ধ রয়েছে। লাভা হয়ে ঘুর পথে যেতে হচ্ছে সিকিম। সময়ও লাগছে গাড়ি ভাড়া বেশি লাগছে। উত্তর সিকিম প্রতিবছর পূজোর সময় পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। এই বছরও পূজোর আগে থেকেই ভালোই ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তবে এক রাতের মধ্যেই সবকিছু গন্ডগোল ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয় লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় উত্তর সিকিম। মুখ ভার পর্যটন ব্যাবসায়ীদের, তারা আবার প্রহর গুনছেন কবে আবার স্বাভাবিক হবে যানবাহন চলাচল। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যেতে সময় লাগছে অন্তত ৭ থেকে ৯ ঘন্টা। ভয়ানক বিপর্যয়ের কারণে তিস্তা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তা তিস্তার ভয়াল গ্রাসে চলে গেছে। রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনুসারে শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। রাস্তা মেরামতির কাজ জোর কদমে চললেও কবে আবার স্বাভাবিক হবে সবকিছু সেই বিষয়ে এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

পুরুলিয়ার মারুমহসিনা পঞ্চায়েত সমিতির ১১ নম্বর আসনে জয়ী ঘোষণা করে সার্টিফিকেট দিতে হবে কংগ্রেস প্রার্থী তীজেন্দ্র নাথ মাহাতো কে দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার

পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মারুমহসিনা পঞ্চায়েত সমিতির ১১ নম্বর আসনে জয়ী ঘোষণা করে সার্টিফিকেট দিতে হবে কংগ্রেস প্রার্থী তীজেন্দ্র নাথ মাহাতো কে দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার। পঞ্চায়েত নির্বাচন এর গননায় ৬ ভোটে জয়লাভ করে কংগ্রেস প্রার্থী , সম্পুর্ণ বেআইনি ভাবে রিকাউন্টিং করে তীজেন্দ্রনাথ মাহাতোকে হারিয়ে শাসক দলের প্রার্থী রাজেশ মন্ডল কে জয়ী ঘোষণা করা হয় বলে অভিযোগ। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা বেঞ্চে দ্বারস্থ হন ওই কংগ্রেস প্রার্থী। সেই মামলাতে এই নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

বারুইপুর দমদমার সরদার পরিবারের ১৫০ বছরের পুজোয় গোপন রহস্য

বারুইপুর ঃ বারুইপুর দমদমার সরদার পরিবারের ১৫০ বছরের পুজোর গোপন রহস্য । মর্ত্যে নেমে বন্দুক ধরেছিলেন মা দুর্গা । এখনও সেই বিশ্বাসেই গুলি চলে পুজোয়।

দমদমা গ্রামে একবার বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছিল। কথিত আছে, গ্রামের মানুষদের রক্ষা করতে স্বয়ং দেবী দুর্গা দশ হাত দিয়ে বন্দুক হাতে চলে এসেছিলেন দমদমায় সর্দার পরিবারকে বাঁচাতে। মা নিজেই গুলি চালিয়ে সরদার পরিবার সহ গ্রামের মানুষজনকে বাঁচিয়েছিলেন । শত্রুপক্ষকে হটিয়ে রক্ষা করেছিলেন গ্রামকে। তখন ছিল মাটির মন্দির। তারপর সেই মন্দিরকে দুর্গার মহিমা স্মরণীয় করে রাখতে সরদার পরিবার একটি নতুন পাকা মন্দির তৈরি করেন । দুর্গামূর্তি স্থাপনও হয়। তখন থেকে ঘটা করে পুজো করে আসছেন সরদাররা। পুজোর সময় দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বিসর্জনের আগে দু'বার বন্দুক থেকে আকাশে গুলি ছোঁড়ার রেওয়াজ আজও আছে। আগে বয়স্করা করতেন। বর্তমান নব প্রজন্ম সেই রীতি এখনও চালিয়ে আসছেন। এই মুহূর্তে বন্দুক পরিষ্কার করার কাজ চলছে।

বাংলা ১৩০৭ সাল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে । পরিবারের সদস্যরা চাঁদা দিয়ে এই পুজো করেন। পুজো শুরু করেছিলেন মনোহর সরদার । বাড়ির প্রবীণ সদস্য রণজিৎ সরদার বলেন, 'গ্রামের মানুষজন পূজোর কয়েকদিন আনন্দে মেতে ওঠেন। মন্দির সংস্কার করে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে । প্রতিমা তৈরির কাজ জোর কাদমে চলছে। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর পর প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয় মন্দিরে।' এই পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন দেশে বিদেশে। তবে সবাই বাড়ি আসেন পুজোর সময়। ষষ্ঠী থেকে নিরামিশ খান পরিবারের সদস্যরা। নবমীর দিন আমিষ । পরিবারের অন্য এক সদস্য বলেন, 'মাকে প্রচুর রুপোর গয়না পরানোও হয়। বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করছেন স্থানীয় এক কুমোর পরিবার।' পরিবারের নবীন সদস্য দীবাকর সরদার বলেন, বংশপরম্পরায় এই পুজো করে আসছি আমরা। আমাদের দুর্গা খুব জাগ্রত । নিষ্ঠা ভাবে মানত করলে এখানে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল স্বরূপ পাওয়া যায়। পরিবারের দেড়শো সদস্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ি পুজোর আযোজেনে। অষ্টমীর দিন অঞ্জলির পর এক কুইঃটালের উপরে বাতাসা হরির লুট দেওয়া হয়। মানত পূরণের জন্য মহিলারা দণ্ডি কাটেন এই মন্দিরে ।

সিকিমের হড়পাবানে প্লাবিত তিস্তা, চাষাবাদে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন চাষীরা

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিমের হড়পাবানে প্লাবিত হয়েছে তিস্তা। তিস্তা ব্যারেজ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি চর রয়েছে। আবার তিস্তার বাঁধের ভেতরের অসংরক্ষিত এলাকায় প্রচুর জনবসতি রয়েছে। তাদের মুল আয়ের উৎস চাষাবাদ।শুধু তিস্তার কয়েক হাজার মানুষই নয় এই চরে শ্রমিকের কাজ করে অসম থেকে শুরু করে বর্ধমান, কলকাতা, মালদা, সুন্দর বন সহ বিভিন্ন এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকরা।তিস্তার প্লাবনে চাষাবাদে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এইসমস্ত এলাকার সাধারণ মানুষ। তিস্তার উল্লেখ্য চর গুলির মধ্যে রয়েছে টাকিমারি চর, রংধামালী সংলগ্ন বসুনিয়াপাড়া চর, মৌয়ামারি চর,বাসুসুবা,নাথুয়ারচর, নন্দনপুর বৌয়ামারি, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জের ৪০ নিজতরফ, ফকতের চর। এই চর গুলির বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। বেশ কিছু ত্রাণ শিবির থেকে চরে গিয়েছে চরবাসীরা, আবার কোনো কোনো চরের বিপদ সংখ্যা থাকায় তারা ত্রাণ শিবিরেই রয়েছে। যারা চরে ফিরে গিয়েছে তারা চরে গিয়ে যেমন হতাশ তেমনি ত্রাণ শিবিরের মানুষরাও দুইএকজন করে চরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন তাদের ফসলের অবস্থা। ধান খেত সহ অন্যান্য সমস্ত ফসলের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তিস্তার ঘোলা জল। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।ফসল ঘরে তুলতে না পারলে খুবই সমস্যায় পড়বে দাবি চরবাসী সহ তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের। অন্যদিকে শ্রমিকদের অবস্থা, ক্ষতিপূরণের দায়ভার নিয়ে তৃণমূল - বিজেপি টানাটানি শুরু করেছে। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস বলেন,'মুখ্যমন্ত্রীর কাঁছে তুলে ধরা হবে কৃষকদের অবস্থা। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এগিয়ে আসুক।' এনিয়ে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায় জানান আমরাও চাই দরিদ্র কৃষকরা সাহায্য পাক।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ASIA HOCKEY
HOCKEY INDIA
झारखण्ड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023
हॉकी के महासंग्राम का बनें गवाह
प्रवेश निःशुल्क
मरड़ गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, रांची
आज के मैच
02 नवंबर 2023
16:00
मलेशिया VS थाईलैंड
18:15
चीन VS जापान
20:30
भारत VS कोरिया

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार
66 पशुचिकित्सकों का नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
विशिष्ट अतिथि
श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड
श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड
श्री बादल
माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
दिनांक :- 02 नवम्बर 2023 (गुरुवार), समय:- अपराह्न 1:00 बजे
स्थान :- नया सभागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

অন্যের খবর যাঁরা বিলি করেন, তাঁদের খবর কে রাখে

ভোরের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাঁদের দিন শুরু হয়, সাইকেলে বিভিন্ন দূরত্বের পথ পাড়ি দিয়ে দেশবিদেশের খবর নিয়ে যাঁরা অন্যের দ্বারপ্রান্তে হাজির হন, দুই পয়সা আয় করে অন্ন মুখে দিতে পারলেই যাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন উপভোগ করে বাঁচেন, বলছি তাঁদেরই কথা, পত্রিকার হকারদের কথা। কাকডাকা ভোরে তাঁদের পত্রিকা নিয়ে ছুটতে হয় গ্রাহকের দুয়ারে। ঝড়, বৃষ্টি, গরম কিংবা শীত উপেক্ষা করে নিজেদের দায়িত্বকে বড় করে দেখে সংবাদ পৌঁছে দিলেও তাঁদের খবর কজনইবা রাখে? অথচ দেশবিদেশের খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেও তাঁরা রয়ে যান খবরের অন্তরালে। কোনোমতে জীবন চলে সংবাদপত্র হকারদের। সংসারের চাকাটা সচল রাখতেই ছুটে যান দূরদূরান্তে। কতশত দুর্দিনের সাক্ষী হতে হয় তাঁদের, এ খবর কেউ রাখে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে পড়ে থাকলেও তাঁদের খোঁজখবর নেওয়ার কেউ থাকে না, বরং খবরের

কাগজটা ঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পারলেই খেতে হয় ধমক। হকাররাও মানুষ, রক্তমাংসে গড়া তাঁদের দেহ। অথচ পা ক্ষয় করে গলা ফাটিয়ে বেড়ান শুধু একটা পত্রিকা বিক্রির জন্য। ভোরের আলো ফোটার পর থেকে সারা দিনের পরিশ্রমের ফল আসে সর্বসাকল্যে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। কিন্তু এই আয়ের কোনো নিরাপত্তা নেই। এমনকি সামান্য এই আয়ের নিমিত্তে বিপন্ন হয় পুরো জীবন। এ জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে দিতে হয় নানা দৌড়ঝাঁপ, যাতে দুর্ঘটনায় পড়াই স্বাভাবিক। অথচ পাঠকের কাছে নিজের জীবন বাজি রেখে খবরের কাগজ পৌঁছায় ঠিকই, কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁদের পাশে থাকার কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রেসক্লাব ও তথ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন দেশের লেখকসাহিত্যিকেরা, যাঁদের কলমের খোঁচায় উঠে আসবে হকারদের দুর্ভোগের কথা। হয়তো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসায় থাকার স্বপ্ন তাঁরা দেখেন না, তবে একটু ভালো করে বাঁচতে চান, বাঁচতে চান তিন বেলা ডালভাত খেয়ে। হকারদের পরিবারপরিজন আছে। সন্তান লালনপালন করে তাদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ এই আয় দিয়ে টিকে থাকা যেখানে মুশকিল, সেখানে এই কাজ করে ধনী হওয়া তাঁদের কাছে যেন অভাবনীয় কল্পনা। তাঁরা শুধু বাঁচতে চান, চান দুমুঠো অন্ন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আয়ব্যয়ের পাল্লায় সার্বিকভাবে তাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন। এ ছাড়া কোনো কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত দেওয়ার সুযোগ না থাকায় তাঁরা বেশ দুশ্চিন্তায় থাকেন। কিন্তু কজনইবা তাঁদের খবর রাখে? তাঁদের নিয়ে প্রকৃতপক্ষে কারও চিন্তা কিংবা মাথাব্যথা আছে কি না, প্রশ্ন থেকেই যায়। তাঁদের কথা ভাবুন, যাঁরা দেশবিদেশ কিংবা সবদিকের খবরে আমাদের ভাবাতে শেখান। আমাদের উচিত পত্রিকার হকারদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া, যাঁদের অঢেল ও সীমাহীন পরিশ্রমের ফলে আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্র পাই এবং পড়ি। এ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রেসক্লাব ও তথ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন দেশের লেখকসাহিত্যিকেরা, যাঁদের কলমের খোঁচায় উঠে আসবে হকারদের দুর্ভোগের কথা। হয়তো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসায় থাকার স্বপ্ন তাঁরা দেখেন না, তবে একটু ভালো করে বাঁচতে চান, বাঁচতে চান তিন বেলা ডালভাত খেয়ে।

ইসরায়েলের মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়

পশ্চিমা রাজনীতিক ও সংবাদমাধ্যম এমনভাবে কাজ করছে যেন তারা স্থায়ীভাবে ঠিক করেই নিয়েছে, ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করলেও তারা তা অস্বীকার করে যাবে এবং ইসরায়েল যা কিছুই করুক না কেন, তারা তাদের সমর্থন দিয়ে যাবে। রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন বলেছিলেন, 'বারবার বলা মিথ্যা একসময় সত্য হয়ে যায়'। মনে হচ্ছে, পশ্চিমের মিডিয়া সেই নীতিতেই হাঁটছে।

জনাথন কুক
প্রাবন্ধিক

ফিলিস্তিনিদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী যুগের পর যুগ অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলে আসছে। আর সেটিই মহা উৎসাহে পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে। কয়েক দিন আগে তার সর্বশেষ নজির দেখা গেছে। গত মঙ্গলবার গাজার আল আহলি ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে ইসরায়েল বোমা ফেলে রোগীসহ কয়েক শ মানুষ মেরে ফেলার পরও তার দায় এড়াতে ইসরায়েল মিথ্যা বলে যাচ্ছে। গাজার মুসলমানরা মনে করেছিল, অন্তত খ্রিষ্টানদের পরিচালিত এই হাসপাতালে বোমা হামলা হবে না। কিন্তু সেখানে ইসরায়েলের স্পষ্ট আক্রমণ হলেও তারা বলেছে, এই হামলা তারা করেনি, এটি নাকি ফিলিস্তিনি সংগঠন ইসলামিক জিহাদ করেছে।

ইসরায়েলের এই মিথ্যা প্রচারকে সহজ করে দিচ্ছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো। দুই সপ্তাহের বেশি সময় আগে যখন ইসরায়েলে উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকসমৃদ্ধ বোমা গাজায় ফেলতে শুরু করে তখন ইসরায়েলের নেতাদের বক্তব্যে এই হামলার উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গাজার বাসিন্দাদের 'নররূপী জানোয়ার' আখ্যায়িত করে 'সবকিছু নিশ্চিহ্ন' করে ফেলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আরেকজন নেতা গাজাকে 'তাঁবুর শহরে' পরিণত করে ফেলা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর ইসরায়েলের

প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে হামাসের হামলার যোগ্য প্রত্যাঘ্যাত বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'আমরা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলব।' ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের গাজার উত্তরাঞ্চলের অর্ধেকটা জায়গা খালি করে সরে যেতে বলেছে। ইতিমধ্যে গাজার ছয় লাখ ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গাজার হাসপাতালটিতে ইসরায়েল যে বোমা ফেলেছে, তার ভিডিও চিত্রে সব পরিস্কার দেখা গেছে। কিন্তু দিবালোকের মতো সেই সত্যকে ইসরায়েল উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, এটি ইসলামিক জিহাদের কাজ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই হাসপাতালে 'সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি' ছিল। অদ্ভুত বিষয় হলো, ইসরায়েলের এই দাবির সমর্থনে অনেক মিডিয়া এমন সব তথ্যউপাত্ত দিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে যে অগণিত মানুষ এই হামলা ইসরায়েল চালিয়েছে কি না, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছে। ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করাটা ইসরায়েলের পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবার গাজার উপকূলবর্তী একটি স্থাপনায় ইসরায়েলি বোমায় শতাধিক শিশু নিহত হওয়ার পর ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সেখানে হামাসের দপ্তর ছিল। তাদের হত্যা করতে গিয়ে 'দুর্ঘটনাবশত' শিশুরা নিহত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলের এই কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা কয়েকজন পশ্চিমা সাংবাদিকের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। আসলে এ ধরনের মিথ্যাচার ইসরায়েল ঐতিহ্যগতভাবেই করে থাকে। ২০০৬ সালে লেবাননে হামলা চালানোর সময় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করে তারা বহু বেসামরিক লোক মেরেছিল। সে সময় তারা ক্লাস্টার বোমা ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। ১৯৮২ সালে লেবাননের ফিলিস্তিনিদের শরণার্থীশিবির সাবরা ও শাতিলা ক্যাম্পে গণহত্যা চালানোর বিষয়ে তারা মিথ্যাচার করেছে। যেহেতু ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের জন্ম হওয়ার আগে থেকেই মিথ্যা তাদের আচ্ছন্ন করে আছে, সে কারণে কেউ তাদের মিথ্যাচারে এখন আর অবাক হয় না।

ফিলিস্তিনিদের উৎপীড়নে ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন বাইডেন

হায়দার ঈদ

তিন বছর আগে জো বাইডেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনগুলো আশাবাদী হয়েছিল। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীরা আশা করেছিল, এবার হয়তো ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদী সরকার সর্বাত্মকভাবে ইসরায়েলের উগ্র ডানপন্থীদের প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছিল। ট্রাম্পের বর্ণবাদী আচরণে এখন পর্যন্ত অনেকে মনে করে থাকেন, ফিলিস্তিনিদের জন্য ট্রাম্পের সরকারই ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মার্কিন সরকার।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, বাইডেন গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যাভিত্তিক আগ্রাসনকে আলিঙ্গন করেছেন। গাজায় ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে, পানি, খাবার ও ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে পৈশাচিক উন্মাদনায় যে গণহত্যা চালাচ্ছে, তাতে বাইডেন সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছেন। এই নৃশংসতাকে তিনি সরাসরি ন্যায্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছেন।

ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধকে বাইডেন ধামাচাপা দিচ্ছেন এবং ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডার পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি গাজার আল আহলি আরব হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়ে সেখানে থাকা রোগী ও আশ্রয় নেওয়া ৪৭০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে এক দিনে হত্যা করা হয়েছে। ইসরায়েল বলছে, এ হামলা তারা করেনি, এটি নাকি ইসলামিক জিহাদের কাজ। ইসরায়েলের এই দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা প্রমাণে ভূরি ভূরি তথ্য হাজির করার পরও বাইডেন ইসরায়েলের দাবিকে সমর্থন দিয়েছেন।

সব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে অমানবিক ফ্যাসিবাদী আচরণ করার দিক থেকে বাইডেন তাঁর পূর্বসূরি ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন।

বাস্তবতা হলো, যুক্তরাষ্ট্র কখনোই তাদের ভাষায় 'ফিলিস্তিনিইসরায়েল সংঘাতের' সৎ ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী ছিল না, এখনো নেই। বরং যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ইসরায়েলপন্থী আচরণ করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবিক অধিকারের বিষয়গুলো অস্বীকার করে এসেছে।

ফিলিস্তিনিদের জীবন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, তা ইসরায়েলের গণহত্যায় ব্যবহার্য মারণাস্ত্র সরবরাহ করে, ইসরায়েলকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে, এমনকি ফিলিস্তিন অভিমুখে বিমানবাহী রণতরি পাঠিয়ে ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ওয়াশিংটন কখনোই ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের শক্তি ও প্রভাবকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেনি। উল্টো ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করার কাজে ইসরায়েলকে মদদ দিতে ইসরায়েলের প্রতি সামরিক সহায়তার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এমনকি আমেরিকার অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বাধীন 'প্রগতিশীল' আমেরিকান সরকার ইসরায়েলকে ৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে অভিন্ন অবস্থানে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মৌসুমে উভয় দলের শিবির থেকে কে কার চেয়ে বেশি ইসরায়েলপন্থী, তা প্রমাণে সমানে প্রচার চালানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সম্মত হওয়ার পরও তা তাদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের অনীহা দেখা যায়। ফিলিস্তিনে ওয়াশিংটনের মিশনের ঘনিষ্ঠ প্যালেস্টাইন অথরিটিকে জাতিসংঘের ইউএনআরডব্লিউএ (ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস) তহবিল থেকে যে ত্রাণ দেওয়া হয়ে থাকে, সেই তহবিলে বাইডেনের পূর্বসূরি ট্রাম্প সব ধরনের চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। বাইডেন ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে পুনরায় সেখানে তহবিল বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু বাইডেন সেই তহবিল ছাড় করছেন, এমনভাবে যাতে শুধু ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রিত এলাকার নজরবন্দী থাকা ফিলিস্তিনিরাই সে ত্রাণ পেতে পারে।

ফিলিস্তিনিদের জীবন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, তা ইসরায়েলের গণহত্যায় ব্যবহার্য মারণাস্ত্র সরবরাহ করে, ইসরায়েলকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে, এমনকি ফিলিস্তিন অভিমুখে বিমানবাহী রণতরি পাঠিয়ে ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থান আশ্চর্যজনকভাবে আদিবাসী আমেরিকানদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আসা প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফিলিস্তিনিদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোনো প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসেবেও দেখা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর মিত্র ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে স্রেফ বিরক্তিকর গোষ্ঠী বলে মনে করে। এ কারণে ফিলিস্তিনিদের মানবিক মর্যাদা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা যেভাবে সেখানকার আদিবাসী আমেরিকান ও উপজাতিদের 'সমস্যা সৃষ্টিকারী' হিসেবে দেখে এসেছে এবং সব সময়ই তাদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এসেছে, ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসন সেই একই ধারণা নিয়ে এগিয়েছে। যেহেতু আদিবাসী লোকদের উচ্ছেদ করে উপনিবেশ গড়াই আমেরিকান জাতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, সেহেতু ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে সেখানে ইসরায়েলের দখলদারিকে তারা ন্যায্য হিসেবে দেখে এসেছে।

নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থ এবং চাওয়াপাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী। সে কারণে ফিলিস্তিনিরা দরিদ্র, দুর্বল এবং ভৌগোলিকভাবে আণুবীক্ষণিক হলেও তাদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ধরনের অনুকম্পা বোধ করে না। তাই যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে দেখতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিলিস্তিনিদের জীবন, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার অধিকারকে উপেক্ষা করতে থাকবে।

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে মার্কিন নীতি পরিবর্তনের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হলো এমন একটি পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ দরকার, যা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিকল্পগুলো ও বিশেষাধিকারগুলোকে পরিচালনা করতে পারবে। আরেকটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা বিভিন্ন সংগঠনকে শক্তিশালী করা, যারা সেখানকার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ওপর ফিলিস্তিন ইস্যুতে কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সাময়িকী

ডলারে রিজার্ভ রাখলে কার লাভ, কার ক্ষতি

নোবেলজয়ী জোসেফ স্টিগলিৎস মনে করেন, গত চার দশকে বিশ্বে যত সংকট হয়েছে বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে, তার কারণ মূলত এই রিজার্ভব্যবস্থা।

প্রতীক বর্ধন
কলামিস্ট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভে জমা রাখে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, কোনো একটি দেশের অন্তত তিন মাসের আমদানির সমপরিমাণ অর্থ রিজার্ভ রাখা নিরাপদ। ফেডারেল রিজার্ভে মার্কিন ডলারে রিজার্ভ রাখা উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কতটা উপকারী, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া এখন প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। রিজার্ভের অর্থ দুর্দিনে কাজে লাগে যেমন বন্যাখরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলহানি হলে রিজার্ভের অর্থ দিয়ে খাদ্য আমদানি করা যায়। তবে এর মধ্য দিয়ে গরিব দেশগুলো থেকে অর্থ ধনী দেশে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে এসব দেশের সুদহার ও মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার কারণে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে বিপর্যয়ের শঙ্কা থেকে যায়। মনে করা হয়, ধনী দেশ থেকে ঝুঁকি উল্টো দরিদ্র দেশে চালান হচ্ছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎস মনে করেন, গত চার দশকে বিশ্বে যত সংকট হয়েছে, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে, তার একটি কারণ এই রিজার্ভব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার করা হলে বৈশ্বিক অর্থনীতি আরও স্থিতিশীল ও শক্তিশালী হতো। ২০২৩ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ফেডের কাছে গচ্ছিত রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার কোটি ডলার। ইদানীং ট্রেজারি বিলের সুদহার বাড়লেও ২০২২ সালের আগপর্যন্ত তা বেশ কম ছিল। মেকিং গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ক শীর্ষক বইয়ে জোসেফ স্টিগলিৎস বলেছেন, রিজার্ভের অর্থ স্বল্প সুদে যুক্তরাষ্ট্রকে ধার না দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক বেশি লাভবান হতো। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থের অভাবে অনেক প্রকল্প হাতে নিতে পারে না। দেখা যাক, যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রথমত, মার্কিন সরকার স্বল্প সুদে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে এই রিজার্ভের অর্থ থেকে ঋণ নিচ্ছে। এই অর্থ তারা উন্নয়নমূলক কাজে বা জনগণের সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যবহার করে। রিজার্ভব্যবস্থা না থাকলে তার পক্ষে এত ঋণ করা হয়তো সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক থেকে বাজারের নির্ধারিত সুদহারে ১০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়, স্বল্পমেয়াদি ঋণের অন্তত সমপরিমাণ রিজার্ভ রাখা হোক। এখন সেই দেশ ঋণের বিপরীতে ফেডের কাছে সমপরিমাণ অর্থ রিজার্ভ রাখল। সেই বেসরকারি ব্যাংক যে সুদে দেশটিকে ঋণ দিয়েছে, মার্কিন সরকার ট্রেজারি বিলের বিপরীতে দেশটিকে সমপরিমাণ সুদ দেয় না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র দরিদ্র দেশগুলোকে যে অর্থ দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। ডলারে আধিপত্য কমলেও রিজার্ভ মুদ্রা বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের জায়গা ইউয়ান বা ইউরো নেবে শিগগির এমন সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তবে ইউয়ান, ইউরোর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। অন্য কোনো মুদ্রা ডলারের জায়গা নিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। বিশ্লেষকদের মতে, ডলারভিত্তিক রিজার্ভব্যবস্থা কীভাবে অর্থনীতির রাশ টানছে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। সেটা হলেই কেবল আগের চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থার দিকে যাওয়া সম্ভব।

বৈশ্বিক আর্থিক খাতের অস্থিতিশীলতার জন্য যে শুধু ডলারভিত্তিক রিজার্ভব্যবস্থা দায়ী তা হয়তো নয়, তবে এটি অন্যতম কারণ। প্রশ্ন হচ্ছে, বৈশ্বিক অর্থনীতি বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে এখন যেভাবে বহু মুদ্রাভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে, তা কি আগের সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারবে? প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শত শত কোটি ডলারের রিজার্ভ রাখছে, তাতে অর্থনীতিতে চাহিদার সংকট হচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য শক্তিশালী চাহিদা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য যথাযথ সক্ষমতা দরকার। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, রিজার্ভের বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা থাকায় তা কাজে আসে না। বিদ্যমান বাস্তবতায় বিশ্বের অনেক দেশের পক্ষে সে চাহিদা তৈরি করা সম্ভব হয় না বলে এই শূন্যতা নানাভাবে পূরণ করা হয়। অতীতে অনেক উন্নয়নশীল দেশ এসব ক্ষেত্রে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির রাশ ছেড়ে দিত। ফলে সরকার সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে ফেলত। পরিণামআয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে তারা ঋণের চক্রে পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য আরেক দিক দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে পুষিয়ে দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে, রিজার্ভে অর্থ রাখায় অন্যান্য দেশের সামগ্রিক চাহিদা কমলেও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের চূড়ান্ত বা শেষ ভোক্তা হয়ে উঠেছে। তারা ঋণ করে বিপুল ঘাটতি বাজেট নিয়ে চলতে পারে। বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে বিপুল অঙ্কের ঘাটতি নিয়ে তারা চলছে।

জানা অজানা

ভব্য কলস যাত্রার মাধ্যমে রসুনচোপা তে শুরু হলো আঠ দিবসিয় ভাগবত কথা

ভগবানের কথা শুনলে দেহ ও মন পবিত্র হয় ঃসঞ্জীব সরদার

৩১ শে অক্টোবর পটকার রসুনচোপা গ্রামে ভব্য কলস যাত্রার মাধ্যমে আঠ দিবসিয় ভাগবত কথার শুভারম্ভ হলো।প্রায় তিনশো মহিলারা পুকুর থেকে ভাগবতের জন্য ঘট আনলেন।রাধে রাধে জয়ধ্বনিতে পুরো গ্রাম মুখরিত হলো।কলস যাত্রার আগে আগে বাজনা ও কীর্তন করা হচ্ছিলো।কলস যাত্রায় ভাগ নিলেন বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,মুখিয়া সিম্পি সরদার,সমাজ সেবি পল্টু মণ্ডল,সাহিত্যিক ও সমাজ সেবি সুনীল কুমার দে,রামগড় আশ্রমের অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্র,মাতাজী আশ্রমের অধ্যক্ষ কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের অধ্যক্ষ ভবতারণ মণ্ডল,বলরাম গোপ,সন্তোষ মণ্ডল,তুষার মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,অদৈত্য মণ্ডল,বিজয় মণ্ডল,শ্যামল মণ্ডল,অসিত মণ্ডল,প্রদীপ মণ্ডল,খোগেন মণ্ডল,দেবাশীষ মণ্ডল,দিলীপ মণ্ডল,অশ্বিনী মণ্ডল,শিশির মণ্ডল,প্রশান্ত মণ্ডল,মনিকা মণ্ডল,বুলু রানী মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,কথাবাচক বৃজনাথ জী মহারাজ,কথাবাচিকা যমুনা প্রিয়া গোস্বামী আরো অনেকেই।বিধায়ক ফিতা কেটে ও ধুপ দীপ জ্বেলে ভাগবত কথার শুভ উদ্বোধন করলেন।বিধায়ক সঞ্জীব সরদার বললেন,,ভগবানের কথা শুনলে দেহ ও মন পবিত্র হয়।আমি আঠ দিবসীয় ভাগবত কথার সাফল্য কামনা করি।আমাদের সবাই কে সনাতন ধর্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা উচিত ও সনাতন ধর্ম কে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত।সবশেষে কথাবাচক সবাই কে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিলেন।সঞ্চালন করলেন সুধাংশু শেখর মিশ্র।

পাঠকের চিঠি

অহংকার ও অভিমান দুই ভাই

অহংকার ও অভিমান দুই ভাই।এরা দুই ভাই কম বেশি সব মানুষের বন্ধু।এরা মানুষ কে পতনের দিকে নিয়ে যায়। অহংকার অনেক প্রকারের হয়,রূপের অহংকার,ধনের অহংকার,জ্ঞানের অহংকার,বিদ্যার অহংকার,পদের অহংকার,প্রতিভার অহংকার আরো অনেক কিছুর অহংকার হয়ে থাকে।অহংকারে মানুষ ধরা কে সরা জ্ঞান করে।মাটিতে পা পড়ে না।মানুষ কে মানুষ বলে গণ্য করে না।মানুষের সাথে মিশতে পারে না।মানুষ কে ভালোবাসতে পারে না।এই অহংকার থেকে জন্ম নেয় অভিমান।আমাকে কেউ মানে না,গনে না,আমাকে কেউ ডাকে না,সম্মান দেয় না,আমি ওখানে যাবো না,সেখানে যাবো না,আমার কথা কেউ শুনে না,আমার কেউ নাম করে না,এই গুলো হলো অভিমানের কথা।এই অহংকার ও অভিমান মানুষ কে মানুষের কাছ থেকে ও সমাজের কাছ থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়।এই অহংকার ও অভিমান নিয়ে অনেকেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।বহু জ্ঞানী,গুণী, ধনী ও মানি ব্যক্তি হয়েও সে সমাজে স্থান পায় না,শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না,মরার পর সেই সব অহংকারী ও অভিমানী মানুষ কে কেউ মনে রাখে না।তাই এই অহংকার ও অভিমানের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেকে একটু ছোট করতে হবে।বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।জ্ঞান ও ভক্তি কে সাথে নিতে হবে।মন কে সুন্দর,উদার ও পবিত্র করতে হবে।মানুষ কে ভালোবাসতে হবে।এই সংসার টাকে অনিত্য ও ক্ষনস্থায়ী ভাবতে হবে তবেই আমরা অহংকার ও অভিমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। — **সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের জন্য চারটি নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি মোট ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ২৬ টি জাতীয় সড়কের প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন তথা উদ্বোধন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারির

নতুন অসম গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দুই দিনের সফরসূচি নিয়ে রাজ্যে এসে দীপাবলির উপহার দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। গুয়াহাটি মহানগরের জন্য রিংরোড, কাজিরাঙ্গায় চারলেন যুক্ত ৩৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়ালপুল, নুমলিগড় গহপুর সংযোগকারী ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচে সড়ক টানেল এবং মঙ্গলদৈ থেকে তেজপুর পর্যন্ত চারলেন যুক্ত এক্সপ্রেসওয়ে এই চারটি মুখ্য ছাড়াও কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত রোপওয়ে নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। তাছাড়া বরাক উপত্যকার বদরপুর বাইপাস, পাঁচগ্রাম বাইপাস সহ শিলচর থেকে লাইলাপুর জাতীয় সড়ক সহ মোট ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ২৬ টি জাতীয় সড়কের প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন তথা উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী। উল্লেখ্য সোমবার গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়ে ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি। তাছাড়া কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। মঙ্গলবার মহানগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পাশে বসিয়ে উত্তরপূর্বের যোগাযোগ তথা যাতায়াত ব্যবস্থা সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রকের যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি। এরপর মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ২৬ টি জাতীয় সড়কের প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন তথা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তিনি বলেন ডিব্রুগড় তিনসুকিয়া লিডু প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে উজান অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে আন্ত রাজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। তাছাড়া এর ফলে দুটি রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং পর্যটন প্রসার ঘটবে। একইভাবে শিলচর থেকে লাইলাপুর প্রকল্পটি বরাক উপত্যকার সঙ্গে মিজোরামের সংযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। এর ফলে স্থানীয় এলাকায় আর্থ সামাজিক বিকাশ বৃদ্ধি পাবে। ধেমাজি জেলার জাতীয় সড়ক ৫১৫ এ উত্তর অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। একইভাবে জাতীয় সড়ক ১৩৭ ডিমা হাসাও অঞ্চলে সংযোগ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পশ্চিম মনিপুরের জন্য এক বিকল্প পথ প্রদান করবে বলে উল্লেখ করে তিনি রাজ্যে বিভিন্ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণের তথ্য তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলেন গুয়াহাটি সড়ক দেখে এখানে স্কাই বাস শুরু করার পরিকল্পনা মাথায় আসছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অসম প্রগতির দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে চলাচল করা আড়াইশো যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া ডাবল ডেকার স্কাই বাস মহানগরের জন্য উপলব্ধ করিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত। নীতিন গাডকারি বলেন তিনি সেই ধরনের ব্যক্তি নন যারা শুধুমাত্র ঘোষণা করেন কিন্তু কাজ করেন না। গত ৪০ বছর ধরে তিনি যা যা বলেছেন সবকিছু করে দেখিয়েছেন। তিনি যা বলেন সেটাই করেন, তিনি যেটা করেন সেটা বলেন। এই দেশে অর্থের অভাব নেই। কিন্তু এখানে কাজ করা ব্যক্তির অভাব রয়েছে। এই দেশকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির অভাব রয়েছে। এর জন্য গত ৭৫ বছরের ইতিহাসে যত কাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছর হয়েছে সেটা ৬৫ বছরও হয়নি। তাছাড়া উত্তরপূর্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলেন গতকাল থেকে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখছিলেন। যাবতীয় প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাপক গতিতে উত্তরপূর্ব বদলে যাচ্ছে। একইভাবে বদলে যাচ্ছে অসম। পরবর্তীকালে অসম এক প্রগতিশীল উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই রাজ্যে নিয়োগে বাড়বে গ্রোথ রেট বাড়বে পর্যটন বাড়বে। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বলে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী। তিনি জানান আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মহানগরে এসে উপস্থিত হয়ে গুয়াহাটির জন্য রিংরোড প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করবেন। সেই সময় মোট ২৫ হাজার কোটি টাকার ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করা হবে। তাছাড়া চারটি প্রকল্পের অনুমোদন জানানো ছাড়াও কামাখ্যা মন্দির থেকে কামাখ্যা রেল স্টেশন পর্যন্ত রোপ ওয়ে নির্মাণের প্রকল্পের অনুমোদন জানানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন নীতিন গাডকারি। তিনি বলেন ১২ হাজার কোটি টাকার ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচে প্রস্তাবিত ইমেজ টানেলের নির্মাণ কাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করার জন্য আমেরিকান কোম্পানি লুই বার্জারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিআর প্রস্তুত হওয়ার পর এর নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী

তিনি জানান মহানগরের জন্য রিংরোড প্রকল্পে অনুমোদন জানিয়ে তার আশেপাশে নতুন বাজার গড়ে তোলার ছাড়াও নতুন এক রাজধানী নির্মাণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে কাজিরাঙ্গার জন্য ৩৪ কিলোমিটারের এলিভেটেড করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান জানুয়ারিতে আযোজনের প্রচেষ্টা করা হবে। এর ডিপিআর প্রস্তুত করার জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেন্ট্রাল রোড ফান্ড থেকে অসমের জন্য ৬০০ কোটি টাকার তহবিলের কথা ঘোষণা করেন তিনি। একইভাবে সেতু নির্মাণ করার জন্য সেতুবন্ধন প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত ভাবে অসম সরকারকে ২০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এর আগে অসম কোনদিনও এত ভালো দিন দেখেনি। গুয়াহাটি মহানগরে একটি রিংরোড নির্মাণের ক্ষেত্রে থাকা পরিকল্পনা কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন সম্প্রতি খানাপাড়া থেকে জালুকবাড়ি পর্যন্ত ৬ লেন যুক্ত সড়ক নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এরপর এই সড়কটি বাইহাটা চারিআলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। তারপর সেই সড়ক সিপাঝার হয়ে কুড়ুয়া পর্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে প্রস্তাবিত নতুন সেতুর মাধ্যমে সেটা নারেঙ্গী পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সোনাপুর হয়ে খানাপাড়ার সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। এরপরে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি আরো অধিক ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে যথোচিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

কাজিরাঙ্গা অসমের হৃৎপিণ্ড বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বন্যার সময়ে জাতীয় উদ্যানটির বহু বন্যপ্রাণী রাষ্ট্রীয় সড়কে উঠে এসে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ফলে সেই জীবজন্তুদের চলাচলের সুবিধার্থে কাজিরাঙ্গায় একটি ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এলিভেটেড করিডর নির্মাণ করার প্রযোজনীয়তার কথা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীকে অবগত করানো হয়েছে। একইভাবে যোরহাট থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ২০২৪ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান নগাঁও থেকে গহপুর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকা জাতীয় সড়কটির আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচে প্রস্তাবিত চারলেন যুক্ত টানেলের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসমের প্রতি আশীর্বাদ রয়েছে এবং এর জন্য অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ছাড়াও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শীর্ষ স্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

লোকসভা নির্বাচনের প্রায় ছয় মাস বাকি থাকতেই ধুবড়ি কেন্দ্রের জন্য নিজের এবং নগাঁও কেন্দ্রের জন্য সিরাজুদ্দিন আজমলের নাম ঘোষণা এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৫৬ জন প্রার্থী থাকলেও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ একদিকে যেভাবে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ আগামী ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করতে চলেছে। ঠিক একই ভাবে নির্বাচনের নাম গন্ধ শোনা না গেলেও ইতিমধ্যে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে নিয়েছে এআইইউডিএফ। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের প্রায় ছয় মাস বাকি থাকতেই ধুবড়ি কেন্দ্রের জন্য নিজের এবং নগাঁও কেন্দ্রের জন্য সিরাজুদ্দিন আজমলের নাম ঘোষণা করলেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। সঙ্গে তিনি বলেন করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৫৬ জন প্রার্থী থাকলেও এখনও এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রসঙ্গত ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করতে চলেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ গুয়াহাটি মহানগরের রাজপথে ১৫ টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজয় উৎসব পালন করবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই এআইইউডিএফ। দলটির সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রে জয়লাভ করার পর এআইইউডিএফ বিজয় উৎসব পালন করবে। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের পর বিজয় উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিজয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে বর্তমান ইচ্ছুক না থাকলেও ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করে নিয়েছেন দলটির সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন তিনি স্বয়ং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চলেছেন। আজীবন তিনি এই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে থাকবেন। এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। তবে তার ভাতৃ সিরাজুদ্দিন আজমল নগাঁও কিংবা করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার ভাতৃ যেখান থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন সেখানে জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন তবে করিমগঞ্জ এর তুলনায় নগাঁও আসন থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। নগাঁও কেন্দ্র থেকে আমিনুল ইসলাম, ডাঃ আদিত্য লাংথাসা কিংবা জহিরুল এই তিনজন দাবিদার থাকলেও সিরাজুদ্দিন আজমল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাদের থেকে দেড় দুই লক্ষ বেশি ভোটে জয় জয়লাভ করা নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবে সিরাজুদ্দিন আজমল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিশ্চিত। এটা জেতার অংক বলে তিনি মন্তব্য করেন। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য পাঁচ ছয় জন সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। তবে সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এদিকে আজমল পরিবারের দুই ভাতৃ প্রার্থী হলে দলে বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিদ্রোহের কথা বলা ব্যক্তিরা পাগল। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি সমান জারি করা প্রসঙ্গে আজমল বলেন মনিষ সিশোদিয়া, সঞ্জয় সিংহ বর্তমান কারাগারে বন্দি রয়েছেন। এবার হয়তো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও জেলে পুরে দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপির জন্য এটাই শেষ। এর থেকে বেশি কিছু করতে পারবে না বিজেপি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত। দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ইন্ডিয়ার জয় জয় লাভ নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই অসমের সড়ক আমেরিকার সড়কের পর্যায়ে নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারির

এখন পর্যন্ত উত্তরপূর্বের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকার কাজ বরাদ্দ, জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে নতুন অসম সৃষ্টি হবে বলে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মোট দুই দিন ধরে রাজ্যে আস্তানা গেড়ে বসে বর্তমান অব্যাহত থাকা কিংবা প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। বিশেষ করে প্রকল্প গুলোর ক্ষেত্রে পেন্ডিং হয়ে থাকা ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স তথা অন্যান্য সমস্যা গুলো বিভিন্ন রিভিউ বৈঠকের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলেন ২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই অসমের সড়ক আমেরিকার সড়কের পর্যায়ে নির্মাণ করা হবে। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই যাবৎ উত্তরপূর্বের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকার কাজ বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, কিছু প্রকল্পের কাজ চলছে এবং কিছু প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। রাজ্যে অব্যাহত থাকা যাবতীয় জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে নতুন অসম গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত সোমবার গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়ে ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তাছাড়া গতকালই কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেন তিনি। এরপর মঙ্গলবার মহানগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পাশে বসিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে নীতিন গাডকারি উত্তরপূর্বের যোগাযোগ তথা যাতায়াত ব্যবস্থা সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রকের গ্রহণ করা যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তৎপরতায় রাজ্যের জাতীয় সড়ক প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা ইতিমধ্যে অতিক্রম করা গেছে। অথচ বহু রাজ্য রয়েছে যেখানে বন বিভাগের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প কাজ ২-৩ বছর পিছিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গুলোকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা না থাকলে তাহলে সেগুলো অতি শীঘ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ প্রকল্পের কাজে দেরি হলে অযথা ঠিকাদারদের অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলেন উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যগুলির জন্য ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ বরাদ্দ করা হয়েছে। অসমের ক্ষেত্রে ৪৮ টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। যেটা মোট ৮০২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের ৪০৮৩৬ কোটি টাকার প্রকল্প। তাছাড়া রাজ্যে ইতিমধ্যে ১১৯০ কিলোমিটারের মোট ৬৪ টি প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে। যেটার জন্য ৩৭৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে অসমের ক্ষেত্রে ২০৯৯ কিলোমিটারের ১৩৬ টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর জন্য খরচ ব্যয় হয়েছে ১২১৬৪ কোটি টাকা। যাবতীয় প্রকল্প গুলো একসঙ্গে করলে অসমের জন্য মোট ৪০৯১ কিলোমিটারের ২৪৮ টি প্রকল্পের জন্য ৯০৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলোর জন্য ১৭৪৭০ কিলোমিটারের ৭৯৪ টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মোট ২৮৯৪২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলেন এই প্রকল্প গুলোর জন্য উত্তর পূর্বে নিযোগে সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। তাছাড়া এর ফলে সম্পূর্ণ অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বারংবার প্রস্তাবের পর অবশেষে গুয়াহাটি রিংরোড প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। ৬১০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ৮১ কিলোমিটারের ছয় লেন যুক্ত রিং রোড প্রস্তুত করার প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া তিনি কাজিরাঙ্গায় চারলেন যুক্ত ৩৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়ালপুল, নুমলিগড় গহপুর সংযোগকারী ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচে সড়ক টানেল এবং মঙ্গলদৈ থেকে তেজপুর পর্যন্ত চারলেন যুক্ত এক্সপ্রেসওয়ে এই চারটি মুখ্য ছাড়াও কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত রোপওয়ে নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন। এই রোপওয়ে নির্মাণ হওয়ার ফলে স্থানীয় এলাকায় ৭০ শতাংশ ট্রাফিক কমে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী।

তিনি বলেন পর্যটনের ক্ষেত্রে অসম তথা উত্তর পূর্বে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিদেশে যাওয়ার পরিবর্তে পর্যটকরা অসম এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলে এসে অধিক আনন্দে সময় কাটাতে পারবেন। তাছাড়া বাঁশ গাছের ক্ষেত্রে তার অধিক রুচি রয়েছে বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী বলেন বাঁশ গাছের মাধ্যমে ধুপকাঠির কাঠি, চামচ, ইত্যাদি বহু সামগ্রী নির্মাণ হচ্ছে। তিনি কাল স্বয়ং ব্যাম্বু সুপ খেয়েছেন। এতদিন প্রথমবার খেয়েছেন এবং অত্যন্ত সুস্বাদু বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তাছাড়া বাঁশ গাছের মাধ্যমে আচার, কাপড়, জার্সি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া বাঁশ গাছের মাধ্যমে যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া বাঁশ গাছ থেকে পাওয়া বায়ো ইথোনল পেট্রোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পেট্রোলের খরচ কমে যায়। কাতারের স্টেডিয়াম বাঁশ গাছের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে বিমানবন্দর বাঁশ গাছের মাধ্যমে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এই বাঁশ গাছ অসমের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সিমেংট কোম্পানিগুলো থেকে সিমেংট ব্যবহার করা হলে এই কোম্পানিগুলো লাভান্বিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনটি প্রকল্পের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অসম সরকার। অবশেষে তিনি এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রস্তাবিত গুয়াহাটি রিংরোডের জন্য কুরুয়াতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে একটি অতিরিক্ত সেতু পাবে অসম। এর ফলে মহানগরে ব্রহ্মপুত্র উপর মোট চারটি সেতু হয়ে যাবে। তাছাড়া কাজিরাঙ্গার উপর এলিভেটেড করিডর নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই দুটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচে একটি টানেল নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের ডিপিআর প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই চারটি প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এক নতুন অসম সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যবাসীর হয়ে কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

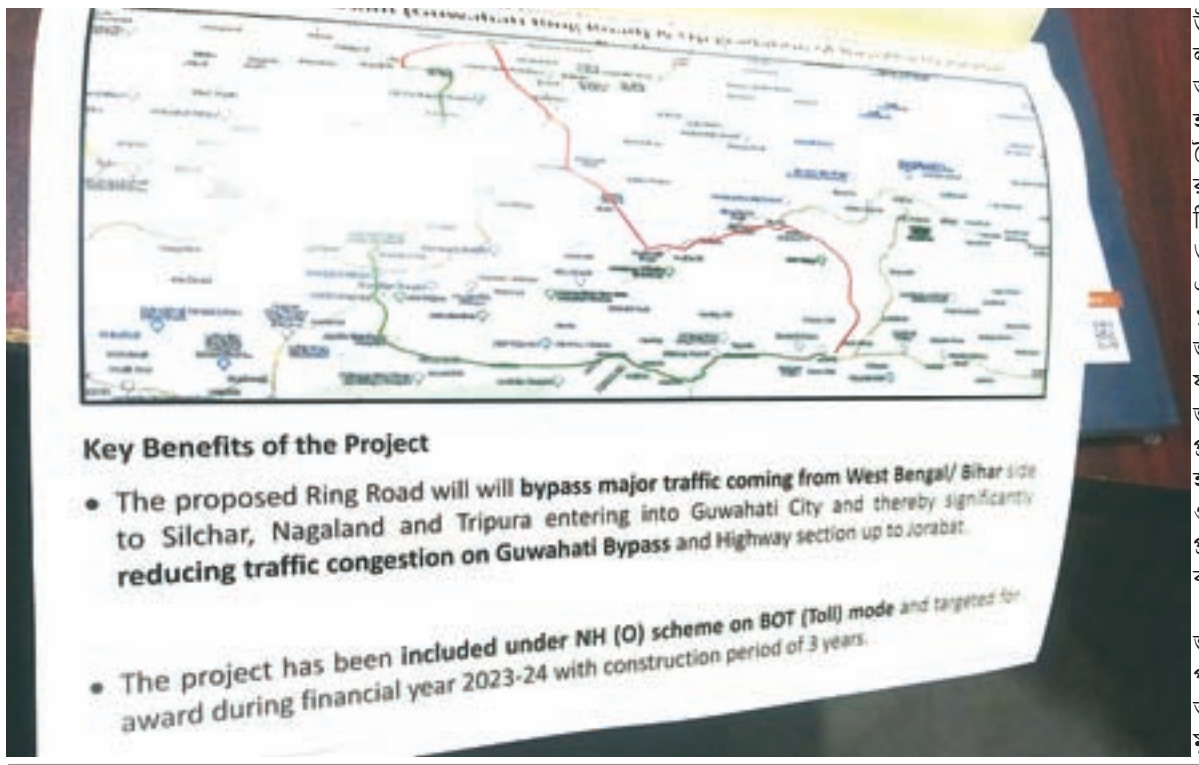

আবার ডি ককের শতক, সঙ্গে ফন ডার ডুসেন দক্ষিণ আফ্রিকার রেকর্ড ৩৫৭

কলকাতা ঃ 'যাচ্ছে না কেন' আর 'এখনই যাচ্ছে কেন'।

অ্যাথলেটদের অবসর নেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি কথাই প্রচলিত। কেউ সেভাবে পারফর্ম করতে না পারলে বলা হবে, যাচ্ছে না কেন। আর কেউ পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে বেশ উঁচুতে থাকার সময় বলতে শোনা যায়, কেন এখনই অবসর। কুইন্টন ডি কক এ বিশ্বকাপে নিশ্চিত করছেন, তাঁকে নিয়ে বলা হবে পরের কথাটিই। পুনেতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এবারের বিশ্বকাপে চতুর্থ শতকটি করার পর সে কথাই আসছে আরেকবার। ডি ককের ১১৪, রেসি ফন ডার ডুসেনের ১৩৩ রানের সঙ্গে ডেভিড মিলারের ৩০ বলে ৫৩ রানের ইনিংসে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৩৫৭ রান। এ নিয়ে ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে আগে ব্যাটিং করে টানা ৮ ম্যাচে ৩০০ বা এর বেশি রানের স্কোর গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ড বেশ খানিকটা সময় দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেভাবে ছুটতে দেয়নি। তবে ক্যাচের সুযোগ হাতছাড়া করা, চোট নিয়ে ৫.৩ ওভার করেই ম্যাট হেনরির উঠে যাওয়া ভুগিয়েছে তাদের।

ট্রেন্ট বোল্ট ও হেনরির নতুন বলের হুমকির কথা ভালোভাবেই জানতেন ডি কক। সে সময় সতর্ক থেকেছেন, প্রথম ৩৯ বলে করেছিলেন মাত্র ২২ রান। বল একটু পুরোনো হয়ে আসার পর থেকেই চড়াও হন তিনি, ৬২ বলে পূর্ণ করেন অর্ধশতক। জেমস নিশামকে ছক্কা মেরে শতক পূর্ণ করেন মাত্র ১০৩ বলে। শেষ পর্যন্ত ১১৬ বলে ১১৪ রানের ইনিংসে মেরেছেন ১০টি চারের সঙ্গে ৩টি ছক্কা। ক্যারিয়ারে সবচেয়ে ফর্মে আছেন কি না, ইনিংস বিরতিতে হার্শা ভোগলের করা এমন এক প্রশ্নের জবাবে ডি কক বলেছেন, 'আমারও তাই মনে হয়।' তবে অবসরের আগে সব কিছু দিয়ে যেতে চান, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আগামী ডিসেম্বরে বয়স ৩১ হবে, ডি কক এ মাসেই চলে যাবেন ওয়ানডে থেকে অবসরে। দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনাল পর্যন্ত গেলে আজকের পর তিনি খেলবেন আর সর্বোচ্চ চারটি ম্যাচ। তবে প্রথম ৭ ম্যাচেই বিশ্বকাপটি স্মরণীয় করে রাখলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

এর আগে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ১০০, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ১০৯ ও বাংলাদেশের সঙ্গে ১৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ডি কক। আজকের শতক দিয়ে বিশ্বকাপের সংক্ষিপ্ত এক তালিকায় ঢুকে গেছেন তিনি। কুমারা সাঙ্গাকারা, রোহিত শর্মার পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এক আসরে চারটি শতক করলেন তিনি। সব মিলিয়ে ওয়ানডেতে এটি তাঁর ২১তম শতক, দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকের তালিকায় তিনে থাকা হার্শেল গিবসকেও ছুঁয়ে ফেলেছেন তিনি।

এ ইনিংসের পথে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকান হিসেবে বিশ্বকাপের এক আসরে ৫০০ রানের রেকর্ডও হয়ে গেছে তাঁর, যে মাইলফলক ছুঁতে আজ তাঁর প্রয়োজন ছিল ৬৯ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার আগের সর্বোচ্চ ছিল ২০০৭ সালে জ্যাক ক্যালিসের ৪৮৫ রান। অথচ বিশ্বকাপের আগের দুই আসর ডি ককের জন্য ছিল বিস্মৃত হয়েই। এবারের আগে ১৭ ম্যাচ খেলে করেছিলেন ৪৫০ রান, শতক ছিল না একটিও। এবার প্রথম ৭ ম্যাচেই ৭৭.৮৫ গড় ও ১১২.৬০ স্ট্রাইক রেটে ৫৪৫ রান। শচীন টেন্ডুলকারের এক আসরের সর্বোচ্চ ৬৭৩ রানের রেকর্ডটিও তাই হুমকির মুখে, বিশেষ করে যেভাবে এগোচ্ছে ডি ককের দল দক্ষিণ আফ্রিকাও।

ইংরেজি অভিধানে ম্যাককালাম স্টোকসদের 'বাজবল'

লন্ডন ঃ এবার ইংরেজি অভিধানে ঠাঁই পাচ্ছে 'বাজবল'। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের খেলার নতুন ধরনকে যে নামে ডাকা হয়, সে শব্দটি অভিধানে যোগ করেছে কলিন্স ডিকশনারি। ২০২৩ সালে কলিন্স ডিকশনারিতে নতুন যোগ করা ১০টি শব্দের মধ্যে আছে বাজবল। বাজবলকে রাখা হয়েছে 'নাউন' বা বিশেষ্য হিসেবে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, 'টেস্ট ক্রিকেটের একটা স্টাইল, যেখানে ব্যাটিং দল অনেক আক্রমণাত্মক উপায়ে খেলে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে।' এ শব্দের উৎপত্তির জায়গায় লেখা হয়েছে, 'সি২১ ঃ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের (নামের) অনুসারে, যিনি বাজ নামে পরিচিত (জন্ম ১৯৮১), নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার এবং কোচ।' এরই মধ্যে কলিন্স ডিকশনারির অনলাইন সংস্করণে এ শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাপানো ইংরেজি অভিধানের পরের সংস্করণেও জায়গা পাবে এটি। 'বাজবল'কে অভিধানে যুক্ত করার ব্যাপারে হারপারকলিন্স (কলিন্স ডিকশনারির প্রকাশনা সংস্থা) বলেছে, 'এবারের গ্রীষ্মের অ্যাশেজ সিরিজের রোমাঞ্চের কারণে অনেক মানুষই বাজবল নিয়ে কথা বলেছে।' নতুন শব্দ যুক্ত করার নীতির ব্যাপারে তারা বলেছে, তাদের অভিধানবিদেরা বছরজুড়েই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে নতুন শব্দের তালিকা তৈরি করেন। ২০২৩ সালে বাজবলের সঙ্গে আর যে শব্দগুলো কলিন্সের অভিধানে স্থান পেয়েছে এআই, ক্যানন ইভেন্ট, ডিব্যাঙ্কিং, ডিইনফ্লুয়েন্সিং, গ্রিডফ্লেশন, নেপো বেবি, সিম্যাগলুটাইড, আলট্রাপ্রসেসড ও ইউলেজ। গত বছরের মে মাসে ম্যাককালাম ইংল্যান্ড দলের কোচ হন। অধিনায়ক বেন স্টোকস ও ম্যাককালামের অধীনে আক্রমণাত্মক ধরনের টেস্ট খেলে আসছে ইংল্যান্ড। ম্যাককালামের ডাকনাম 'বাজ' অনুযায়ী এ খেলার ধরনকে 'বাজবল' নাম দেন ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর যুক্তরাজ্য সম্পাদক অ্যান্ড্রু মিলার। এরপর থেকেই জনপ্রিয়তা পায় এটি। এরই মধ্যে বাজবল নিয়ে উইকিপিডিয়ায় আলাদা একটি পাতাও আছে। এ নামে লেখা হয়েছে বইও। যদিও এ নাম ঠিক পছন্দ নয় ম্যাককালামের। এ ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'বাজবল কী, তা নিয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই। মানুষ এমন যে ফালতু নাম দিচ্ছে, সেটি ঠিক আমার পছন্দ নয়।' এদিকে বাজবলের অভিধানে যুক্ত হওয়া নিয়ে মত জানতে চাওয়া হয়েছিল অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান মারনাস লাবুশেনের কাছে। ক্রিকেটডটকমডটএইউয়ের এক ভিডিওতে তিনি বলেন, 'এটা কী? কী হয়েছে?' এতে তিনি অবাক হয়েছেন কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জানি না আসলে কী এটা। ফালতু ব্যাপার।'

প্রথমবারের মতো এক নম্বর বোলার আফ্রিদি

লন্ডন ঃ এবারের বিশ্বকাপে শাহিন শাহ আফ্রিদি মুদ্রার দুই পিঠই দেখেছেন। বিশ্বকাপের শুরুতে ভালো করতে না পারার পর তাকে ঘিরে বইছিল সমালোচনার ঝড়। ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন, আফ্রিদির মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। সেই কথার পর থেকেই জ্বলে উঠতে শুরু করেছেন আফ্রিদি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে নিয়েছেন ৩ উইকেট করে। তাতে প্রথমবারের মতো আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় শীর্ষে উঠেছেন আফ্রিদি। ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে আছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। আর ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের তালিকার শীর্ষে সাকিব আল হাসান।

বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক আফ্রিদি। ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। এক ম্যাচ কম খেলে অ্যাডাম জাম্পার উইকেট ১৬টি। ৬৭৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আফ্রিদি।

গত সপ্তাহে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা জশ হ্যাজলউড নেমে গেছেন দুই নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট কমে গেছে ৭। ৬৫৬ রেটিং পয়েন্ট তিনে আছেন মোহাম্মদ সিরাজ। তালিকার চার নম্বরে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৫১। ৬৪৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে টেন্ট বোল্ট।

ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনো শীর্ষে বাবর। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮১৮। তাঁর চেয়ে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে দুই নম্বরে ভারতীয় ওপেনার শুবমান গিল। চলতি বিশ্বকাপে এখনো বড় ইনিংস খেলতে পারেননি গিল। ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠে মাঠে ফিরে এখন পর্যন্ত ৪ ইনিংস খেলেছেন গিল। যেখানে অর্ধশতক পেয়েছেন মাত্র ১টি, বাংলাদেশের বিপক্ষে। বাবরও বড় রান পাচ্ছেন না।

গতকালও বাংলাদেশের বিপক্ষে ফিরেছেন ৯ রান করে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে বড় ইনিংস খেলতে পারলে বাবরকে টপকে যাওয়ার সুযোগ থাকবে গিলের সামনে। ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন নম্বরে আছেন কুইন্টন ডি কক। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৫। চার ও পাঁচ নম্বরে আছেন যথাক্রমে ডেভিড ওয়ার্নার (৭৬১) ও রোহিত শর্মা (৭৪৩)।

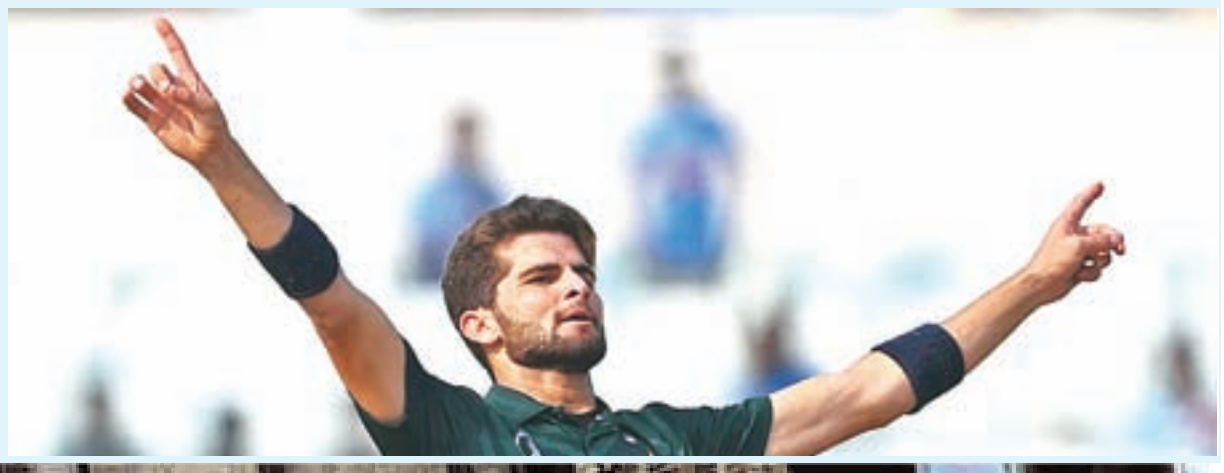

টাটাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ মমতার জন্য কত বড় ধাক্কা?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী টাটা মোটর্সকে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে নির্দেশ দিয়েছে একটি ট্রাইবুনাল, তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের একাংশের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের বিরোধী নেত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের ফলে হুগলী জেলার সিঙ্গুরে একটি প্রায়নির্মিত গাড়ি কারখানা ছেড়ে টাটা গোষ্ঠী চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ২০০৮ সালে।

এত বছর পরে ওই গাড়ি কারখানা গড়তে না পারার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা, ট্রাইবুনালে মামলা চালানোর খরচ হিসাবে এক কোটি টাকা ও ২০১৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ, সব মিলিয়ে প্রায় ১৩৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

কত বড় ধাক্কা মমতা ব্যানার্জীর সরকারের জন্য?

পশ্চিমবঙ্গ অর্থ কমিশনের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার বলছেন, টাটারা যে চলে গিয়েছিল, তার কারণ যে আন্দোলন ছিল, সেখানে কিন্তু সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল। তা যদি না থাকত মমতা ব্যানার্জী তার কয়েক বছর পরে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারতেন না।

এর ফলে যে টাটারা যে শুধু চলে গিয়েছিল, তা তো নয়। এর একটা দীর্ঘমেয়াদী কুফল পড়েছে এখানকার শিল্পায়নের ওপরেই। এখানে নিশ্চিতভাবেই রাজনীতির জয় হয়েছে, মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতি জয়ী হয়েছে।''

''উল্টোদিকে সিপিএমও তো রাজনীতি করত। তাদের হাতে তো প্রশাসন ছিল। তারা কেন পরিস্থিতিটা সামলাতে পারল না? তাদের রাজনীতি তো পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তখনকার সরকার যারা চালাতো দায় তো তাদেরই, বলছিলেন অভিরূপ সরকার।

রাজ্য সরকার বলছে তারা ট্রাইবুনালের রায় খতিয়ে দেখে আদালতে যাবে। তবে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র বলছিলেন, একটা কথা স্পষ্ট, সিঙ্গুরের জমিটা যে অবৈধভাবে নেওয়া হয়েছিল, তা তো সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে। কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে নি বামফ্রন্ট সরকার।''

''এখন সর্বশেষ এই ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, আদালতে যাবে কী না, সেই ব্যাপারে সরকারই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেবে, দল কিছু বলবে না এর মধ্যে।

সিপিআইএম দলের সংসদ সদস্য ও প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কথায়, টাটাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল সরকারি শিল্পোন্নয়ন নিগমের সঙ্গে। বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তনের পরেও তো রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সেই চুক্তি মেনে চলা।'' '' কিন্তু এরা তো উল্টো পথে হাঁটলেন, প্রকাশ্যে গাড়ি কারখানা ভেঙ্গে দেওয়া হল। তাই স্বাভাবিক পরিণতি ছিলই যে টাটা গোষ্ঠী আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালে যাবে। তারা আইনি পথে গেছে, আর ট্রাইবুনালের রায় যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল।

সরকার এখন বলছে তারা আপিল করবে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তো আরও বাড়বে, বলছিলেন. মি. ভট্টাচার্য।

মমতার জয় নাকি শিল্পায়নের হার?

শিল্পবাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিল্পোন্নয়ন নিগমের যে চুক্তি হয়েছিল, সেখানেই 'আর্বিট্রেশন' পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে কোনও এক পক্ষ চুক্তি থেকে বিচ্যুত হলে তা কোন পদ্ধতিতে মেটানো হবে।

সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছিল যে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতিটাই অবৈধ, তারপরেই আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালে যায় টাটা গোষ্ঠী।

ওই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি এস সারপুরকার। তিন সদস্যের ট্রাইবুনাল ঐকমত্যের ভিত্তিতে সোমবার রায় দেয় যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, এক কোটি টাকা মামলার খরচ আর ২০১৬ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে টাটা গোষ্ঠীকে।

বিশ্লেষকরা ট্রাইবুনালের এই রায় নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কেউ বলছেন টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়ায় মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতির জয় হয়েছে, কিন্তু শিল্প সম্ভাবনা পরাজিত হয়েছে।

বিশ্লেষকদের কথায়, টাটাদের মতো গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আর কোনও বড় বিনিয়োগ রাজ্যে আসে নি।

এর আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছিল যে ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার যে পদ্ধতিতে টাটা কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছিল, সেই পদ্ধতিটাই অবৈধ ছিল।

সেই রায়ে এটাও বলা হয়েছিল যে কৃষকদের জমি চাষযোগ্য করে তা ফেরত দিতে হবে।

সরকারিভাবে অধিগৃহীত জমি ফেরত পেলেও তার একটা বড় অংশ এখনও চাষযোগ্য হয়ে ওঠে নি, সেখানে আগাছা আর ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে।

বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন যে বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলনের ফলে টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গুজরাট চলে গিয়েছিল, এখন সেই মিজ ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন সরকারকেই তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারি কোষাগার থেকে।

রাজ্য সরকার অবশ্য ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাবে বলেই সরকারি সূত্রগুলি জানাচ্ছে।

কলকাতা থেকে ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে হুগলী জেলার সিঙ্গুরের প্রায় এক হাজার একর বহু ফসলি কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।

সেই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে।

টাটা গোষ্ঠীর প্রধান রতন টাটাকে অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তিনি রাজী করিয়েছিলেন গাড়ি কারখানা তৈরি করতে।

ওই কারখানার জন্য প্রায় ছয়শো একর জমি আর আনুষঙ্গিক শিল্পের জন্য আরও প্রায় চারশো একর - মোট হাজার একর জমি নেওয়া হয়েছিল কলকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে।

সেখানকার কৃষকদের একটা বড় অংশ প্রথম থেকেই উর্বর জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করছিলেন।

যে গোপালনগর এলাকার নারীপুরুষ ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঝাঁটা দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম ছিলেন অমিয় ধাড়া।প্রায় ২৩ বছর পুরনো সেই দিনের কথা মনে করে মঙ্গলবার মি. ধাড়া বলছিলেন, আমরা তো জমি দিতে মোটেই রাজি ছিলাম না, জবরদখল করে, মারধর করে জমি নেওয়া হয়েছিল। জমিটা অবশ্য আমার নিজের নামে নয়, বাপকাকাদের নামের জমি ছিল। জমি আন্দোলনের প্রথম থেকেই আমরা ছিলাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই কাঠা দশেক জমি ফেরত পেয়েছি, চাষও করছি সেখানে। এখন ট্রাইবুনাল এই রায় দেওয়ায় সেটা আমরা মোটেই মেনে নিতে পারছি না। সরকারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় বের হওয়ার পরে মঙ্গলবার মি. ধাড়া আর তার পাড়ার কিছু নারীপুরুষ বিক্ষোভও দেখিয়েছেন।

উল্টোদিকে শিল্পের জন্য জমি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষকদেরই একটা বড় অংশ। এদেরই একজন উদয়ন দাস। তার কথায়, আমরা যে জমি দিয়েছিলাম সেটা তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই, যে এখানে শিল্প হলে আমার ঘরের ছেলে সেখানে একটা কাজ পাবে, বুড়ো বাবা একটা দোকান করতে পারবে। কিন্তু সেই সোনা এখন ছাই, ছাই নিয়ে আমরা কী করব? প্রায় তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে ফেলা হল। এই ট্রাইবুনাল যে রায় দিয়েছে, তাতে তো এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে টাটারা এখানে সত্যিই এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।

টুকরো খবর

ফের একবারে ব্রাউন সুগার উদ্ধার শিলিগুড়িতে, গ্রেফতার এক ব্যক্তি

শিলিগুড়িঃ ফের একবার ব্রাউন সুগার উদ্ধার হল শিলিগুড়িতে। ঘটনায় গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম অজয় ঘোষ। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার হেফাজত থেকে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত অতীতেও মাদক মামলায় গ্রেফতার হয়েছিল। এবার ফের একবার মাদক সহ গ্রেফতার হল। গোটা ঘটনায় সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোথা থেকে আমদানি এবং কোথায় বিক্রির পরিকল্পনা ছিল সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব আয়োজিত ম্যারাথন দৌড়ে প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

শিলিগুড়িঃ বাঘাযতীন এথ্যালেটিক ক্লাবের ৩৯ তম রোড রেসে প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগি অংশ নিতে চলেছে,এই বর্তা আজ ক্লাব ঘরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান ক্লাব সভাপতি উৎপল ব্যানার্জি সম্পাদক অখিল বিশ্বাস পিয়ারা সিং সহ ক্লাবের মুখ্য উপদেষ্টা মেয়র গৌতম দেব।এই ম্যারাথনে আসাম, নেপাল,ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়গ্রাম, উত্তরাখন্ড থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে প্রতিযোগি প্রতিযোগিনী।উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানান হয় মহালয়ার পূন্য লগ্নের সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে ম্যারাথনের যাত্রা শুরু হবে।১০ কিলোমিটার দৌড়ে ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সেভক রোড হয়ে ভক্তিনগর থানার সামনে থেকে ঘুরে দেখা বার ক্লাবে শেষ হবে।একিই ভাবে ৫ কিলোমিটার দৌড়ে হায়দাপাড়ার প্রণামী মন্দিরের সামনে থেকে ঘুরে আবার ক্লাবে শেষ হবে।প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রাক্তন হকি দলের গোল রক্ষক ভরত ছেত্রী।একি সাথে উদ্যোক্তারা জানান সিকিমে এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সিকিম থেকে কোন প্রতিযোগি অংশ নিতে পারছেন না ।

বিষাবন্দরের কাছে বহুতল নির্মাণের বিষয়ে ক্রেডাইয়ের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেব মেয়র

শিলিগুড়িঃ বিমাবন্দর লাগোয়া এলাকায় বহুতল নির্মাণের ছাড়পত্র নিয়ে সমস্যায় শিলিগুড়ির ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েশন ' ক্রেডাই' (CREADAI)। বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ছাড়পত্র দরকার হয়। কিন্তু তার জন্য এখন বেশ হয়রানি হতে হয় দুই জায়গা থেকে অনুমতি আনতে। ক্রেডাই চাইছে এক জানলা পদ্ধতি। যাতে করে দ্রুত অনুমতি নিয়ে আসা যায়। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান, বিষয়টি নিয়ে আমি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব।

পুজোর কেনাকাটায় জমজমাট ময়নাগুড়ি, লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা

জলপাইগুড়িঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। আর তার আগেই চলছে কেনাকাটার পর্ব। গত সপ্তাহে বাজার মন্দা থাকলেও চলতি সপ্তাহের বাজার অনুযায়ী লাভের আশায় রয়েছেন ময়নাগুড়ি শহরের ব্যবসায়ীরা। বুধবার ময়নাগুড়ি শহরে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এতে অনেকটাই আশাবাদী বস্ত্র ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য,গত সপ্তাহে বৃষ্টির দরুন ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে আকাশ ভালো থাকায় বাজারে দেখা মিলছে ক্রেতাদের। ফলে তুলনা মূলক ভাবে বাজার ভালো হচ্ছে বলেই দাবি করেছেন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে রতন রায় বলেন, কয়েকদিন থেকে বাজার মোটামুটি ভাবে হচ্ছে। তবে আগের থেকে বাজার খুবই খারাপ। আরেক বস্ত্র ব্যবসায়ী সুকুমার সাহা বলেন, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির জন্য মানুষ বাজারে আসেননি। ফলে আমরা চিন্তায় ছিলাম। তবে বাজারে এখন ক্রেতারা আসছেন। পুজোর আরও কিছুদিন আছে। আশাকরি বাজার ভালো হবে।

কোচবিহারে ১৮টি জীবন্ত বোমা উদ্ধারের জেরে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ একের পর এক বোমা উদ্ধার চাঞ্চল্য মাথা ভাঙ্গায়। মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের পচা গ র গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পচা গর এলাকার ধর ধরা নদীর পশ্চিম প্রান্তে তিনটি তিনটি ব্যাগে ব্যাগে ১৮ টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দা খি তেন বর্মন দুপুরবেলায় ঘাস কাটতে এসে তিনটি ব্যাগ দেখতে পান। তারপর স্থানীয়দের জানান, স্থানীয়রা পুলিশকে জানালে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনা স্তলে ছুটে আসেন। তারপর এলাকায় প্রচুর মানুষের ভিড় জমে এলাকায় চাঞ্চল সৃষ্টি হয় ।অবশেষে বোমা গুলি উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।। উল্লেখ্য এর আগেও এই দক্ষিণ পচা গরে প্রচুর বোমার উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক দুর্নীতি ও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে

কোচবিহার ঃ দুপুর দুটো নাগাদ এটা কোন জায়গা জুবলি রোড সংলগ্ন জেনকিনস মোড় থেকে মহামিছিল বের করল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্যরা। এদিনের এই মহা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর, বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সরকার সহ অন্যান্যরা।এদিনের এই মহামিছিলের উদ্দ্যেশ্য ভয়াবহ সন্ত্রাস, লাগামহীন দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল ফরওয়ার্ড ব্লক।

সাতসকালে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতির দল

কোচবিহারঃ জঙ্গল ছেড়ে সাতসকালে লোকালয়ে বেড়িয়ে এলো ৫ টি হাতি।লোকালয়ে হাতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। লোকালয় থেকে হাতি গুলিকে জঙ্গলে ফেরাতে তৎপর বনদপ্তর। একদিকে বনদপ্তর যখন হাতি গুলিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে সেই সময় সকাল থেকেই হাতি দেখতে ভিড় জমিয়েছে উৎসুক জনতা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন সকালে মাথাভাঙ্গা ২ নং ব্লকের ঘোকসাডাঙা এলাকায় দেখা যায় হাতিগুলোকে।সকাল থেকেই হাতিগুলো দাপিয়ে বেড়ায় ঘোকসাডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা বনবিভাগের রেঞ্জার সজল পাল সহ অন্যান্য বনকর্মীরা।তাদের প্রচেষ্টায় হাতিগুলোকে বনে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে ভোর নাগাদ ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় ঢোকে ৫ টি হাতি,বিভিন্ন এলাকায় তারা দাপিয়ে বেড়ায়। এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

সাবেক সেনা কর্মকর্তা চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী গ্রেপ্তার

ঢাকা ঃ সাবেক সেনা কর্মকর্তা চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ। মঙ্গলবার সাভার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনের সময় একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকার সাভার থেকে মি. সারওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের তথ্য জানালো ঢাকার পুলিশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা পরিচয়ে মিয়া আরেফি নামের একজন ব্যক্তিকে শনিবার বিএনপি কার্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসান সারওয়ার্দী। পরে ওই ব্যক্তির পরিচয় ভুয়া বলে শনাক্ত হলে মিয়া আরেফিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুন উর রশিদ সাংবাদিকদের বলেছেন, মিয়া আরেফির ঘটনায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) হাসান সারওয়ার্দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিনা, এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, মিয়া আরেফি যে বক্তব্য দিয়েছে, সেখানে তিনি (মি. সারওয়ার্দী) মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছেন, যা রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ করা হয়েছে। সন্ধ্যার পরে ১০১৫ জন সাংবাদিকের সামনে জো বাইডানের উপদেষ্টা পরিচয়ে একজন ব্যক্তি বক্তব্য দিয়েছেন। তার পাশে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দি বসে মাথা নাড়াচ্ছেন।

প্রাচীন ভারতের গণসমাধি ঘিরে যে রহস্য

গুজরাত (এজেন্সী) ঃ বিশ্বের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার সময়কালের একটি বিশাল সমাধিস্থল ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন প্রাচীন ভারতের মানুষের জীবন এবং মৃত্যুর নিয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে এই প্রাচীন সমাধিস্থল থেকে।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অল্পই দূরে জনবিরল কচ্ছ অঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কাছে বালি আর মাটির স্তূপ খনন শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালে। সেখানে যে কী লুকিয়ে আছে, তার কোনও ধারণাই ছিল না প্রত্নতাত্ত্বিকদের।

আমরা যখন খনন কাজ শুরু করি, তখন আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি প্রাচীন বসতি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে এটি একটি সমাধিস্থল, বলছিলেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেশ এসভি, যিনি এই খননকার্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনটি পর্যায়ে, ৪০ একর জায়গা জুড়ে ১৫০ জনেরও বেশি ভারতীয় ও বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকের পরিচালনায় এই খনন কাজ হয়েছে।

বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন নগর সভ্যতার অন্যতম, সিন্ধু সভ্যতার আমলের অন্তত পাঁচশোটি কবরের অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় দুশোটি কবর খনন করা হয়েছে।

ওই সময়কার প্রথম শহরের নাম অনুযায়ী ওই সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে। সেই সমাজের মানুষরা কৃষক এবং বণিক ছিলেন। প্রাচীরে ঘেরা তাদের শহরগুলোতে পোড়া ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি হত।

প্রায় ৫,৩০০ বছর আগে বর্তমান উত্তর পশ্চিম ভারত এবং পাকিস্তানে বিস্তৃত ছিল ওই সভ্যতা।

সভ্যতাটির প্রাথমিক আবিষ্কারের পরে গত এক শতাব্দীতে গবেষকরা ভারত ও পাকিস্তানে আরও প্রায় দুই হাজারটি স্থাপনা আবিষ্কার করেছেন যেগুলি সিন্ধু সভ্যতার আমলের।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করছেন, গুজরাটের খাতিয়া গ্রামের কাছে বিস্তৃত সমাধিস্থলটি সম্ভবত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতার আমলের বৃহত্তম 'নগর পূর্ববতী' সমাধিস্থল।

তারা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে ২৬০০ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছিল এই সমাধিস্থল। এখানে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম সমাধিগুলি প্রায় চার হাজার ছয়শো বছরের পুরনো।

পাওয়া গেছে একটি অক্ষত পুরুষ কঙ্কাল

এখনও পর্যন্ত খননকার্যে একটি অক্ষত পুরুষ মানব কঙ্কাল পাওয়া গেছে এবং কঙ্কালের অংশ, খুলির টুকরো, হাড় এবং দাঁতও পাওয়া গেছে।

কবর দেওয়ার বেশ কিছু উপকরণ, যেমন একশোরও বেশি চুড়ি আর ২৭টি শাঁখের তৈরি পুঁতির মালাও পাওয়া গেছে এখান থেকে। এছাড়া চীনামাটির বড় গামলা, বাটি, থালা, ছোট কাপ, ছোট কলসি, বোতল ইত্যাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

গাঢ় নীল রংয়ের পাথর লাপিস লাজুলি দিয়ে তৈরি মালার মতো কিছু মূল্যবান সম্পদও পাওয়া গেছে।

কবরগুলির বেশ কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেমন বেলেপাথরের বেড় দেওয়া কবরগুলো বিভিন্ন দিকে মুখ করে কাটা হয়েছিল। কিছু রয়েছে ডিম্বাকৃতির আবার অন্যগুলি আয়তাকার। ছোট ছোট কবর আছে যেখানে শিশুদের কবর দেওয়া হয়েছে। দেহগুলি চিৎ করে শোয়ানো হয়েছিল, কিন্তু মাটির অম্লত্বের কারণে বেশিরভাগ হাড়ই মিশে গেছে মাটিতে।

মিশিগানের অ্যালবিয়ন কলেজের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্র্যাড চেজ বলেন, এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার।

গুজরাটে বেশ কয়েকটি 'নগর পূর্ববর্তী' সমাধিস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে এটি এখন পর্যন্ত বৃহত্তম, তাই কবরের আরও বৈচিত্র্য সামনে আসবে, যার থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই অঞ্চলের নগর পূর্ববর্তী সমাজকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। আগে আবিষ্কৃত কবরগুলির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করাও সহজতর হবে, বলছিলেন প্রফেসর চেজ।

এর আগে বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার স্থাপনাগুলিতে খননকাজ চালিয়ে ওই আমলের কবর দেওয়ার রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

জাঁকজমকহীন সমাধি

মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার অভিজাতদের মতো এখানকার শেষকৃত্যগুলি ছিল জাঁকজমকহীন। মৃতদের সঙ্গে কোনও গয়না বা অস্ত্র দেওয়া হত না।

বেশিরভাগ মৃতদেহ কাপড়ে মুড়ে আয়তাকার কাঠের কফিনে রাখা হত।

সিন্ধু সভ্যতা বিষয়ে পণ্ডিত, উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের জোনাথন মার্ক কেনোয়ারের মতে, কফিনটি নামানোর আগে কবরের গর্তটি মাটির পাত্র দিয়ে ভরা হত।

কিছু মানুষকে ব্যক্তিগত অলঙ্কার সহ কবর দেওয়া হত যেমন চুড়ি, মালা, বাজুবন্ধ - এমন অলঙ্কার, যা অন্য কেউ আর ব্যবহার করতে পারবে না।

কয়েকজন নারীকে তামার তৈরি আয়না সহ কবর দেওয়া হয়েছিল।

প্রাপ্তবয়স্কদের মৃতদেহগুলির সঙ্গে খাবার খাওয়ার আর জমিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের পাত্র থাকত আর কিছু কবরে প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা বাঁহাতে যেরকম বাজুবন্ধ পরেন, শাঁখের তৈরি সেরকম গয়না সহ কবর দেওয়া হত।

শিশুদের সাধারণত কোনও মাটির পাত্র ছাড়াই কবর দেওয়া হত।

কবরগুলি থেকে বিশেষ কোনও ধনসম্পদের নিদর্শন পাওয়া যায় নি এবং স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় বেশিরভাগই ভাল খাওয়া দাওয়া করতেন, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল যদিও কয়েকজনের শরীরে বাত এবং শারীরিক কষ্ট পাওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে।

তবে গুজরাটের বিশাল সমাধিস্থলের পুরো রহস্য এখনও উদঘাটন করা যায়নি।

এই আবিষ্কারটি ভাগ্যক্রমে পেয়ে যান প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রদের একটি দলকে নিয়ে ২০১৬ সালে ওই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করছিলেন একজন গ্রাম প্রধান, যিনি আবার গাড়ির চালকও ছিলেন। তিনিই ছাত্রদের জায়গাটি দেখান।

জায়গাটি খাতিয়া থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ছিল। মাত্র ৪০০ জন লোকের বাস ওই ছোট্ট গ্রামে।

বৃষ্টি নির্ভর জমিতে চিনাবাদাম, তুলা এবং রেড়ি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এরা।

তাদের কিছু চাষ জমি কবরস্থানটির মধ্যেও ছিল।

বৃষ্টির পরে আমরা দেখতে পেতাম মাটির জিনিসপত্র ওপরে উঠে আসছে। কেউ কেউ বলতেন, এখানে ভূত আছে। কিন্তু আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না যে আমরা এত বড় সমাধিস্থলের পাশে বাস করছি, প্রাক্তন প্রধান নারায়ণ ভাই জাজানি বলছিলেন।

তার কথায়, এখন প্রতি বছর সারা বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিকরা আমাদের গ্রামে আসেন এবং এখানে কবর দেওয়া মানুষদের সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করেন।

গণকবরের রহস্য কী?

এক জায়গায় এত সংখ্যক কবরের উপস্থিতিই এই সমাধিস্থলটির তাৎপর্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগায়।

এটি কি কাছাকাছি বসতিগুলির জন্য একটি গণকবরস্থান নাকি এখানে কোনও বৃহত্তর বসতি ছিল?

এমনটাও কি হতে পারে যে যাযাবর পর্যটকদের জন্য একটা পবিত্র কবরস্থান হিসাবে এটি ব্যবহৃত হত, কারণ এখানে পাওয়া লাপিজ লাজুলি পাথর সবথেকে কাছের যে অঞ্চলে পাওয়া যায়, তা হল আফগানিস্তান।

নাকি এটা একটা অপ্রধান কবরস্থান হিসাবে কাজ করত, যেখানে মৃত ব্যক্তির হাড়গুলিই পৃথকভাবে কবর দেওয়া হত?

আমরা এখনো জানি না। আমরা এখনও আশেপাশে কোনও বসতি খুঁজে পাইনি। এখনও খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, বলছিলেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক অভয়ন জিএস।

মি. কেনোয়ার আবার বিশ্বাস করেন যে কবরস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বসতি অবশ্যই রয়েছে, তবে সেগুলি হয় আধুনিক বসতিগুলির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে অথবা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

কবরগুলি সুচিহ্নিত পাথরের দেয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল যা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সেই মানুষরা পাথর দিয়ে নির্মাণ কাজ জানতেন এবং কবরস্থানটি থেকে ১৯ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে এধরনের পাথরের স্থাপনা এবং প্রাচীর ঘেরা বসতি পাওয়া যায়।

আরও রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং মানব দেহাবশেষের ডিএনএ পরীক্ষা করলেই ভারতের প্রাচীনতম মানুষদের যে অংশটা এখানে ছিল, তাদের জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে আরও তথ্য আমরা জানতে পারব।

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে কিছু রহস্য এখনও রয়েই গেছে, যেমন শিলালিপি এখনও পড়া যায় নি।

এই শীতকালে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খাতিয়া সমাধিক্ষেত্র থেকে উত্তরে আবারও খননকাজ চালাবেন। সেখানে একটা প্রাচীন বসতি পাওয়া গেলেও যেতে পারে বলে তারা মনে করছেন। যদি তারা সেটি খুঁজে পান তবে রহস্যের একটি অংশ উন্মোচিত হবে। আর যদি কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে খননকার্য চালিয়ে যেতেই থাকবেন তারা।

মি. রাজেশের কথায়, আমরা আশা করি যে কিছু প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমরা খুঁজে পাবো, হয় আজ না হলে কাল।

রাফাহ ক্রসিং থেকে মিশরে ঢুকেছেন বিদেশি নাগরিক ও অসুস্থ ফিলিস্তিনিরা

মিশর ঃ রাফাহ ক্রসিং দিয়ে বিদেশি নাগরিক এবং গুরুতর অসুস্থ ফিলিস্তিনিদের মিশরে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর আগে এই ক্রসিং দিয়ে খাবার ও সাহায্য বহনকারী ট্রাক ঢুকতে দেয়া হলেও বিদেশি নাগরিকদের এবারই গাজা ত্যাগের সুযোগ দেয়া হলো।

গাজায় এ সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো ফোন এবং ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। ফোন এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থা প্যালটেল জানিয়েছে, 'এটি পুরোপুরি বন্ধ' করে দেয়া হয়েছে। গাজার ভেতরে স্থল অভিযান চালানোর সময় মঙ্গলবার ইসরায়েলের ১১ জন সৈন্য নিহত হয়েছে বলে আইডিএফ জানিয়েছে। ৭ই অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত সংঘর্ষে ইসরায়েলের মোট ৩২৬ সৈন্য নিহত হয়েছে দেশটি জানিয়েছে।

গত কয়েকদিনের মতো গাজার বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ নিশ্চিত করেছে যে, তারা গাজার উত্তরাঞ্চলের জাবালিয়া এলাকায় হামলা চালিয়েছে। ওই হামলায় হামাসের একজন সিনিয়র কমান্ডারকে জেরুসালেম থেকে বিবিসির প্রতিনিধি পল অ্যাডামস বলেন, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোনাথন কনরিকাস জাবালিয়ায় হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, এই হামলার লক্ষ্য ছিল হামাসের শীর্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ইব্রাহিম বিয়ারি। কনরিকাস বলেন, গত সাতই অক্টোবরের হামলার মূল পরিকল্পনা এবং সেটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ইব্রাহিম বিয়ারি।

কনরিকাস বলেন, এই হামলায় মাটির নিচে থাকা একটি সুড়ঙ্গ কমপ্লেক্সে হামাসের কয়েক ডজন যোদ্ধা নিহত হয়েছে। এই কমপ্লেক্স থেকেই বিয়ারি অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিতেন বলে দাবি করে ইসরায়েল।

তিনি বলেন, আইডিএফ দুই ভবনের মাঝে আঘাত করে এবং তারা মাটির নিচে থাকা সুড়ঙ্গ কমপ্লেক্সকে লক্ষ্য করে এই হামলা করে। সুড়ঙ্গটি ধসে পড়ার কারণে আশেপাশের ভবনগুলোও ধসে পড়ে। তিনি বলেন, এটা এড়ানোর কোন সুযোগ ছিল না।

তিনি বলেন, এই হামলায় একাধিক বোমা

ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

আইডিএফ এ ঘটনায় বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের প্রতিবেদন খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কনরিকাস বলেন, গাজার উত্তরাঞ্চল হামাসের কেন্দ্রীয় ভূমি।

তবে বিবিসি এসব দাবি গুলো যাচাই করে দেখতে পারেনি। এদিকে, ট্যাংক এবং অস্ত্রসহ সাঁজোয়া যান গাজা শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলছে, ওই শহরটিতে হামাসের সুড়ঙ্গের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে যেটি তারা কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

ইসরায়েল থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা বলেছে, তারা ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে বহু পরিমাণ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গাজায় জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় আসন্ন। ইউনিসেফ এক সতর্কতায় বলেছে, গাজায় দৈনন্দিন চাহিদার মাত্র ৫শতাংশ পানির সরবরাহ চালু রয়েছে। পানিশূণ্যতার কারণে নবজাতকদের মৃত্যুর বিষয়টি নতুন করে হুমকি তৈরি করেছে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, গত দিন তারা ৩০০টির মতো লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়েছে। তারা বলছে, সামরিক বাহিনী গাজা উপত্যকার সব জায়গায় আঘাত হানছে। তারা দাবি করছে, বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের ঘটনা প্রতিরোধ করতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

আইডিএফ দাবি করেছে, এই পর্যন্ত তারা ১১ হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন শুক্রবার আবারো ইসরায়েল সফর করবেন।

তিনি ইসরায়েলি সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করবেন এবং ওই অঞ্চলে আরো কয়েক জায়গায় যাবেন।

এই সফরে ব্লিঙ্কেন কোন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়। গত তিনি সপ্তাহের মধ্যে এটা হবে ব্লিঙ্কেনের তৃতীয় মধ্যপ্রাচ্য সফর।

গাজার সবচেয়ে বড় টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পালটেল এক ঘোষণায় বলেছে যে, ওই উপত্যকায় সব ধরণের যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) এ দেয়া এক পোস্টে এই তথ্য দেয় কোম্পানিটি।

পোস্টে বলা হয়, এর কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক অ্যাকসেস বা প্রবেশাধিকার যা এর আগে পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল এবং এখন সেটি আবারো বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে যখন ইসরায়েলি বাহিনী গাজার দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করে তখন গাজায় সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

সেসময় এক দিনেরও বেশি সময় ধরে গাজায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ ছিল।

হত্যা করা হয়েছে এবং হামাসের মাটির নীচে থাকা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আইডিএফ দাবি করেছে।

তবে ইসরায়েলি হামলায় অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেখানে বেশ কয়েকটি ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং একজন হাসপাতাল পরিচালক বলেছেন, এ হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে। বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, হামলা স্থলে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে এবং সেখানকার ভবন মাটির সাথে মিশে গেছে।

ইসরায়েল গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় বিমান হামলা শুরু করেছে। হামাসের ওই হামলায় ১৪০০ ইসরায়েলি নিহত হয় এবং ২৩৯ জনকে জিম্মি করা হয়।

গাজায় থাকা হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, সাতই অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজা ভূখণ্ডে মোট ৮,৮২৫ জন নিহত হয়েছে।

রাফাহ সীমান্ত খুলেছে মিশর

বুধবার রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গুরুতর অসুস্থ রোগী ও বিদেশি নাগরিকদের গাজা থেকে মিশরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে। মিশর থেকে অ্যাম্বুলেন্স গাজায় প্রবেশ করে রোগীদের রাফাহ ক্রসিংয়ের কাছাকাছি একটি মিশরীয় ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, গাড়ির সাড়ি গাজা থেকে মিশরে প্রবেশ করছে।

মিশরীয় সোর্সের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বুধবার রাফাহ ক্রসিং দিয়ে ৫০০ বিদেশি নাগরিককে মিশরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে কতজন ফিলিস্তিনি গাজা ত্যাগের সুযোগ পাচ্ছেন, তা পরিষ্কার নয়। গাজায় বিবিসির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ৮৮ জন ফিলিস্তিনি গাজা ত্যাগের সুযোগ পেয়েছেন। তবে মিশরীয় একটি সূত্র জানিয়েছে, এই সংখ্যা ৮১ জন।

রয়টার্স জানিয়েছে, কাতারের মধ্যস্থতায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মিশর, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে আলোচনার পর গাজা থেকে এসব মানুষকে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২০১২ সাল থেকে কাতারে হামাসের দপ্তর রয়েছে।

বিবিসির কূটনৈতিক প্রতিবেদক জেমস ল্যান্ডেল বলেন, গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলা এবং সেটির জবাবে ইসরায়েলের পাল্টা হামলার পর থেকে গাজার সীমান্ত বেশিরভাগ সময় বন্ধই থেকেছে।

জাবালিয়ায় ইসরায়েলের বিমান হামলার যেসব ছবি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে অনেক নিহত এবং গুরুতর আহত শিশুদের দেখা যাচ্ছে।

এ হামলায় কত জন নিহত হয়েছে সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। গাজায় থাকা হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হয়েছে। আর ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বলছে, নিহতের সংখ্যা ২৫। গাজায় থাকা একটি হাসপাতালের চিকিৎসক বিবিসিকে জানিয়েছে, তার হাসপাতালে ১২০টি মরদেহ আনা হয়েছে।

'জাতিসংঘের সন্দেহে ক্ষমতাসীনরাও'

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ গত ২৮শে অক্টোবরের সহিংসতা নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ নিয়ে, 'জাতিসংঘের সন্দেহে ক্ষমতাসীনরাও'। শনিবার ঢাকায় রাজনৈতিক সহিংসতা, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় রাজপথের বিরোধী দল এবং ক্ষমতাসীনদের সম্পৃক্ততা ইঙ্গিত করেছে জাতিসংঘ। মঙ্গলবার জেনেভা থেকে পাঠানো জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের এক বিবৃতিতে সংস্থাটির মুখপাত্র লিজ থ্রোসেল এ ইঙ্গিত করেন। লিজ থ্রোসেল বলেন, 'অভিযোগ রয়েছে, ২৮শে অক্টোবর বিরোধী দলের বিক্ষোভকারীরা প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকের বাসভবনে হামলা চালায় এবং অন্তত ৩০ জন সাংবাদিককে মোটরসাইকেলে আরোহণকারী মুখোশধারীরা লাঞ্ছিত করে, যারা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক বলে ধারণা করা হয়।' বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিক্ষোভ ঘিরে বাংলাদেশে চলমান সহিংসতায় জাতিসংঘ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশ যখন নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সব রাজনৈতিক পক্ষকে এটিই বলতে চাই, সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়। সহিংসতা তৈরি করতে পারে এমন যে কোনো কর্মকাণ্ড ও বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাই।' বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশ সারাদেশে বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িতে তল্লাশি, কয়েকশ নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নির্বিচারে আটক গ্রেপ্তার করে। জাতিসংঘ প্রয়োজন ছাড়া পুলিশকে যে কোনো বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। সব নিহত ও গুরুতর আহতের ঘটনাগুলোর তদন্ত হওয়া উচিত। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বিরোধী দলগুলোর তিন দিনের দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচির প্রথম দিন মঙ্গলবার সহিংসতার ঘটনায় অন্তত তিন বিএনপি কর্মী নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।